

A decorative border with intricate floral and scrollwork patterns in a reddish-brown color, framing the central text.

সহীহ মুসলিম

পঞ্চম খণ্ড

সপ্তদশ অধ্যায়

كتاب النكاح

কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ)

অনুচ্ছেদ : ১

বিয়ে করতে ও স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য বিয়ে করা মুত্তাহাব। যে ব্যক্তি পরিবারের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম নয় সে রোযা রাখার অভ্যাস করবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ
جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَوَالْفُظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أُمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِنِي فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَاضِي مِنْ زَمَانِكَ قَالَ
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

৩২৬১। আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহর (ইবনে মাসউদ) সাথে মিনায় হাঁটিছিলাম। এই সময় উসমান তার সাথে দেখা করলেন। তিনি (উসমান) দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) সাথে কথা বলতে থাকলেন। (এক পর্যায়ে) উসমান তাঁকে (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ) বললেন, হে আবু 'আবদুর রাহমান! আমি কি আপনাকে একজন যুবতী মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দেব যে আপনাকে আপনার বিগত জীবনের অনেক কিছু স্মরণ করিয়ে দেবে? আলকামা বর্ণনা করেছেন, তখন 'আবদুল্লাহ বললেন : আপনি যখন এরূপ কথা বললেন : তাহলে গুনুন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন : হে যুব সমাজ,

তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ে করার (স্ত্রীর ভরণ-পোষণ) সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে কারণ তা চোখকে সর্বাপেক্ষা বেশী আনতকারী এবং লজ্জাস্থানের অধিক হেফাজতকারী। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাদের কর্তব্য রোযা রাখা। কারণ এটিই তার যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ রাখার হাতিয়ার।

টীকা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে যুবক বিয়ে করে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করার সামর্থ্য রাখে তার জন্য বিয়ে করা জরুরী। কেননা বিয়েই মানুষকে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতা থেকে রক্ষা করতে পারে। চরিত্রহীনতা ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা যে কোন সমাজের জন্য বড় মারাত্মক ব্যাধি। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুব সমাজই এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে থাকে। যুবকেরা যে কোন সমাজের প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যত। তাদের অধঃপতন ঘটলে সে সমাজ খুব শিগগীর ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। সুতরাং তাদেরকে রক্ষা করা দরকার। এর জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি বিকল্প পন্থার কথা বলেছেন। বিয়ে করা কিংবা রোযা রাখার মাধ্যমে যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ

قَالَ إِنِّي لَأَمْسِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِنْتِي إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ فَقَالَ هَلُمَّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

قَالَ فَاسْتَحْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ قَالَ لِي تَعَالَى يَا عَلْقَمَةُ قَالَ جِئْتُ

فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ أَلَا نَزُوجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَارِيَةٌ بَكْرًا لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ

مَا كُنْتُ تَعَهُدُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ

৩২৬২। আলকামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে মিনায় পায়চারী করছিলাম। এমন সময় উসমান ইবনে আফফান (রা) এসে তার সাথে মিলিত হলেন এবং বললেন, আসুন! আসুন হে আবু আবদুর রাহমান (ইবনে মাসউদের উপনাম)! তিনি আবদুল্লাহকে একান্তে ডেকে কথা বললেন। আবদুল্লাহ (রা) যখন দেখলেন যে, গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই, তিনি আমাকে বললেন, হে আলকামা এদিকে এসো। সুতরাং আমি তাদের নিকটে গেলাম। অতঃপর উসমান (রা) তাকে বললেন, হে আবু আবদুর রাহমান! আমরা কি আপনাকে একটি কুমারী মেয়েকে বিয়ে করিয়ে দেব না, তাহলে এটা আপনার অতীত স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেবে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, আপনি যদি তাই বলেন... অবশিষ্ট অংশ আবু মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْعَشِ الشَّيْبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

৩২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের লক্ষ্য করে বললেন : হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যাদের বিয়ের (স্ত্রীর খোর-পোষ দেয়ার) সামর্থ্য আছে তারা যেন বিয়ে করে। কারণ তা দৃষ্টিশক্তিকে অধিক নিয়ন্ত্রণকারী এবং লজ্জাহানে অধিক হেফাজতকারী। আর যাদের বিয়ে করার সামর্থ্য নেই তাদের কর্তব্য রোযা রাখা। কারণ এ ব্যবস্থাই তাদের যৌন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ
أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ—

৩২৬৪। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি আমার চাচা আলকামা এবং আসওয়াদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছে গেলাম। আমি তখন যুবক ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমার ধারণা তিনি আমাকে লক্ষ্য করেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ আবু মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে আরো আছে : আবদুর রাহমান বলেন, এরপর আমি আর বিয়ে করতে দেরী করি নাই।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ وَأَنَا شَابٌّ يَوْمَئِذٍ فَذَكَرَ حَدِيثًا رَأَيْتُ أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ مِنْ أَجَلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَزَادَ قَالَ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

৩২৬৫। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, আমার চাচা আলকামা এবং আসওয়াদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) কাছে আসলাম। রাবী বলেন, আমি তখন যুবক ছিলাম। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) একটি হাদীস বর্ণনা করলেন। আমার মনে হল তিনি আমার দিকে ইংগিত করেই এ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... আবু মুআবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ বর্ণনায় আরো আছে : আবদুর রাহমান বলেন, অতঃপর আমি আর বিয়ে করতে বিলম্ব করলাম না।

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ وَأَنَا أَحَدُ الْقَوْمِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ فَلَمْ أَلْبَثْ حَتَّى تَزَوَّجْتُ

৩২৬৬। আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন যে, আমরা (আবদুর রাহমান ইবনে ইয়াযীদ, আমার চাচা আলকামা এবং আসওয়াদ) তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন আমিও লোকদের কাছে হুবহু ঐ হাদীসই বর্ণনা করে থাকি। তবে এ বর্ণনায় ‘অতঃপর আমি বিয়ে করতে আর দেরী করি নাই’ কথাটুকুর উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بِهِزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السَّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَتَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

৩২৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দল তাঁর স্ত্রীদের কাছে এসে তাঁর গোপন ইবাদত সম্পর্কে জানতে চাইলেন। (তা জানার পর) তাদের কেউ বললেন : আমি কোনদিন বিয়ে করবো না,

কেউ বললেন, আমি জীবনে কোন দিন গোশত খাব না, আবার কেউ বললেন : আমি কোন দিন বিছানায় ঘুমাতে যাব না। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর যথাযথ গুণাবলী বর্ণনা করার পর বললেন, এসব লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এ ধরনের কথাবার্তা বলছে। আমি তো নামাযও পড়ি, আবার ঘুমাই, রোযাও রাখি আবার রোযা ছাড়াও থাকি এবং বিয়ে-শাদীও করি। (জেনে রাখো) যারা আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা আমার দলের নয়।

টীকা : অর্থাৎ দুনিয়াকে বাদ দিয়ে ইসলাম পালন করা সম্ভব নয়। বরং এ ধরনের মনোবৃত্তি পলায়নেরই নামাশ্রয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন অবস্থায়ই দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। তাই যারা রাসূলের এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় তারা তাঁর ঋণি হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ

أَبِي كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ
ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ
ابْنِ مَطْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا

৩২৬৮। সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান ইবনে মাযউনের নারী সাহচর্য থেকে দূরে থাকার ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে তাকে অনুমতি দিলে আমরা সবাই খোজা হয়ে যেতাম।

টীকা : কোন মুসলমানের জন্য খাসী হওয়া জায়েয নয়। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল কারো খাসী হওয়ার ব্যাপার অনুমোদন করেননি।

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍاءُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ زِيَادٍ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا
يَقُولُ رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لَأَخْتَصِمْنَا

৩২৬৯। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সা'দকে (রা) বলতে শুনেছি, উসমান ইবনে মাযউনের স্ত্রী সংসর্গ থেকে দূরে থাকার ইচ্ছা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্জক) প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যদি তাকে এ বিষয়ে অনুমতি দেয়া হত তাহলে আমরা সবাই খোজা হয়ে যেতাম।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ

حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَلَّ فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لَأَخْتَصَمْنَا

৩২৭০। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব অবহিত করেছেন, তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াহ্বাসকে বলতে শুনেছেন : উসমান ইবনে মাযউন (রা) নারী সংসর্গ বর্জন করার (অর্থাৎ বিয়ে না করার) ইচ্ছা পোষণ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। সা'দ বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলে আমরা সবাই খাসী হয়ে যেতাম।

অনুচ্ছেদ : ২

কোন স্ত্রীলোককে দেখে কারো মনে যৌন আকাঙ্ক্ষা জাগলে সে যেন তার স্ত্রী বা দাসীর সাথে মিলিত হয়।

حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَمْرَأَةً فَأَتَى أَمْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبَرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ أَمْرَأَةً فَلْيَاتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

৩২৭১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি স্ত্রীলোক দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী যায়নাবের কাছে গেলেন। তখন তিনি এক টুকরা চামড়া পাকা করছিলেন। তিনি তার কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন পূরণ করলেন। অতঃপর তিনি সাহাবাদের কাছে এসে বললেন, স্ত্রীলোক শয়তানের বেশে আগমন করে এবং শয়তানের বেশে চলে যায়। অতএব তোমাদের কারো দৃষ্টি কোন স্ত্রীলোকের ওপর পড়লে সে যেন নিজের স্ত্রীর কাছে আসে। কেননা এটিই তার অন্তরের কামনাকে দমন করতে পারে।

টীকা : এই হাদীসে নারীকে শয়তানের সাথে তুলনা করে বলা হয়েছে যে, নারী শয়তানের বেশে আগমন

করে এবং শয়তানের বেশে চলে যায়। এ কথার অর্থ এ নয় যে, নারী জাতি শয়তান। বরং কোন জীলোককে দেখলে কোন পুরুষের মনে স্বভাবতই যে ভাবের উদয় হয় তা শয়তানের সাথে উপমার সাহায্যে বুঝানো হয়েছে। অন্যথায় নারীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে আকর্ষণীয় শক্তি নিহিত রেখেছেন তার যথার্থ কার্যকর প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করে নারী জাতির মর্যাদাকেই সমুন্নত করা হয়েছে। এখানে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হলো, শয়তান যেমন তার প্রলোভনী শক্তি দিয়ে মানুষকে অন্যায় ও অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে, পুরুষের যৌন উন্মাদনা ও আকাজক্ষাও তেমনভাবে মানুষকে অসৎ পথে পরিচালিত করে। আর নারীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে সাধারণভাবে পুরুষের সেই যৌন আকাজক্ষাই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাই নারী যখন ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে লজ্জাহীন ও অশালীনভাবে অবোধে পুরুষের কাছে এসে যায় তখন যেন শয়তানের ভূমিকাই পালন করে। সুতরাং পরোক্ষভাবে এ হাদীসে নারীকে ইসলাম নির্দেশিত গুণের মধ্যে থাকতে আদেশ দেয়া হয়েছে।

অন্য একটি হাদীস এ হাদীসটির যথার্থ ব্যাখ্যা পেশ করে। তা হচ্ছে এই যে, “জীলোক যখন ঘর থেকে বের হয় তখন শয়তান তার পিছু নেয়। আর সে যখন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তখন আল্লাহর সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।” সুতরাং যেসব জীলোক ইসলামের অনুশাসন মানে না বিশেষ করে তাদের সম্পর্কে এ হাদীসে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে কোন বেপর্দা নারীকে দেখে পুরুষের মনে যৌন প্রতিক্রিয়া শুরু হলে তাকে নিজের জীবনের সাথে মিলিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এভাবে তার প্রবল যৌন ইচ্ছা দমিত হবে এবং সে গুনাহ থেকে রক্ষা পাবে। কেননা প্রত্যেক জীলোকের কাছে এই বস্তু বিদ্যমান।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّيْتَرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَذَكَرَ بِمَثَلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَأَيُّ امْرَأَتِهِ زَيْنَبٌ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ تَدْبِيرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ

৩২৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জীলোক দেখলেন।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় আছে :

“তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী যয়নাবের কাছে গেলেন। তিনি তখন একটি চামড়া পাকা করার জন্য তা ঘষছিলেন।” তবে এ হাদীসে “জীলোক শয়তানের বেশে চলে যায়” একথার উল্লেখ নেই।

وَحَدَّثَنِي سَلَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّيْتَرِ قَالَ قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْبُدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

৩২৭৩। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন : আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : তোমাদের কারো যদি কোন জ্বীলোক দেখে মনে কিছু উদয় হয় তাহলে সে যেন তার নিজের জ্বীর কাছে যায় এবং তার সাথে মিলিত হয়। কারণ এতে তার মনের বিশেষ ভাব দূর হবে।

অনুচ্ছেদ : ৩

মৃত'আ বা সাময়িক বিয়ে হালাল হওয়া এবং তারপর এ হুকুম (হালাল হওয়ার হুকুম) বাতিল হয়ে যাওয়া। এরপর আবার হালাল হওয়া এবং আবার বাতিল হয়ে যাওয়া এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর হারাম হওয়ার হুকুম বহাল থাকার বর্ণনা।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكَيْعٌ وَابْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي قَهَانًا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَتَكَبَّحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجْلِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتٍ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

৩২৭৪। কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে বলতে শুনেছি : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম। কিন্তু আমাদের জন্য কোন জ্বীলোক থাকতো না, (অর্থাৎ নারী সাহচর্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম)। তাই আমরা তাঁকে (রাসূলুল্লাহ সা.) বললাম; আমরা কি খাসী হবো না? কিন্তু তিনি এ বিষয়ে আমাদের নিষেধ করলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে কাপড়ের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এই আয়াত পাঠ করলেন : “হে ঈমানদারগণ, যেসব পবিত্র বস্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হালাল করেছেন তোমরা তা হারাম করো না। আর সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” (সূরা মা-ইদা : ৮৭)

وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ وَلَمْ يَقُلْ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ

৩২৭৫। উসমান ইবনে আবু শায়বা জারীর ও ইসমাইল ইবনে আবু খালিদেদের মাধ্যমে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীসের বর্ণনা করেছেন। এরপর বর্ণনা করেছেন, “অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ) এই আয়াত পাঠ করে শুনালেন।” তবে “আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পাঠ করে শুনালেন একথা বলেননি।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ كُنَّا وَنَحْنُ شَبَابٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَنْتَ خَصِي وَلَمْ يَقُلْ نَفَرُوا

৩২৭৬। আবু বাক্র ইবনে আবু শায়বা, ওয়াকী’ ও ইসমাইলের মাধ্যমে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আরো আছে— আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, “আমরা ছিলাম যুবক। তাই আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি খাসী হবো না?” তবে এই সনদে বর্ণিত হাদীসে ‘আমরা যুদ্ধ করতাম’ কথাটা উল্লেখ নেই।

টীকা : মুত’আ বিয়ে বা অস্থায়ী বিয়ে হলো মোহরানা নির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করা। এ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলেই আপনাআপনি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, কোন প্রকার তালাকের প্রয়োজন হবে না। ইসলামপূর্ব যুগে জাহেলী আরব সমাজে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। বিশেষ অবস্থার কারণে ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ধরনের বিয়ে ‘জায়েয’ ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের ব্যবস্থাকে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। বহু সংখ্যক হাদীস থেকে তা প্রমাণিত। পরবর্তী সময়ে ফিকহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে ‘ইজমা’ বা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে এই কু-প্রথা বর্তমানেও বহুল প্রচলিত আছে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِعِنِّي مُتَعَةَ النِّسَاءِ

৩২৭৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক আমাদের মাঝে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করলেন : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদেরকে স্ত্রীলোকদের সাথে ‘মুত’আ’ বা ‘সাময়িক বিবাহ’ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দান করেছেন।”

وَحَدَّثَنِي أُمِّيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ الْعَيْثِيُّ حَدَّثَنَا

يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانَا فَأَذَّنَ لَنَا
فِي الْمُنْتَعَةِ

৩২৭৮। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) এবং জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন : “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং আমাদেরকে ‘মুত’আ’ (সাময়িক বিয়ে) করতে অনুমতি দিলেন।”

وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ

قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُعْتَمِرًا فَجَنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُنْتَعَةَ فَقَالَ
نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ

৩২৭৯। ‘আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জাবির ইবনে আবদুল্লাহ উমরাহ আদায়ের জন্য (মক্কায়) আসলে আমরা তার বাড়ীতে (অবস্থান স্থলে) গেলাম। লোকজন তাঁকে অনেক বিষয়ে জিজ্ঞেস করলো। অতঃপর ‘মুত’আর’ কথা আলোচনা করলে তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাকর (রা) ও উমারের খিলাফতকালে ‘মুত’আ’ করেছি।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْبِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالْدَّقِيقِ الْإِيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبَى بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

৩২৮০। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং আবু

বাকরের (রা) খিলাফতকালে এক মুঠি খেজুর ও আটার বিনিময়ে কয়েকদিনের জন্য ‘মুত’আ’ (সাময়িক বিয়ে) করতাম। অবশেষে আমার ইবনে হুরাইসের ঘটনার প্রেক্ষিতে উমার (রা) তা নিষিদ্ধ করে দিলেন।

টীকা : আমার ইবনে হুরাইস কুফায় এসে তার আযাদকৃত বাদীকে ‘মুত’আ’ বিয়ে করেন। ফলে সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে। আমার এই অন্তঃসত্তা মেয়েটিকে নিয়ে হযরত উমারের (রা) কাছে উপস্থিত হন এবং তাকে ঘটনা অবহিত করেন। এই ঘটনার পর উমার (রা) মুত’আ বিয়েকে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং ইসলামী খেলাফতের সর্বত্র তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে যান। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। তাছাড়া তখন এ প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَتَاهُ أَتٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ فَقَالَ جَابِرٌ فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْهُمَا

৩২৮১। আবু নাদরাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহর (রা) কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক আগন্তুক এসে তাঁকে বললো, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) ‘হজ্জে তামাত্তু’ ও ‘মুত’আ’ বিয়ে সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। জাবির (রা) বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে উভয়টিই করেছি। অতঃপর উমার (রা) আমাদের তা করতে নিষেধ করলেন। এরপর আমরা পুনরায় তা আর করি নাই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

৩২৮২। ইয়াস ইবনে সালামা থেকে তার পিতা সালামার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওতাস যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুত’আর’ (সাময়িক বিয়ে) ব্যাপারে আমাদের তিনবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং পরে আবার তা করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা : মক্কা বিজয়ের বছরে হুনায়েন যুদ্ধের পর আউতাস যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ أَنَّهُ قَالَ
 أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
 كَانَتْ بِكَرَّةٍ عِطَاءُ فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا فَقَالَتْ مَا تَعْطِي فَقُلْتُ رِدَائِي وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي
 وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا
 وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى أَعْجَبْتَهَا ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي فَكُنْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ فَلْيَحْلِلْ
 سَبِيلَهَا

৩২৮৩। রবী ইবনে সাবরাহ জুহানী কর্তৃক তার পিতা সাবরা জুহানী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে মুত'আ বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। একদিন আমি এবং অন্য এক ব্যক্তি বনী আমের গোত্রের এক মহিলার কাছে গেলাম। মহিলাটি ছিল যেন দীর্ঘ শ্রীবা বিশিষ্ট একটি যুবতী উটনী। আমরা দু'জন তার কাছে নিজেদের (জন্য প্রস্তাব) পেশ করলাম। সে বললো, বিনিময়ে আমাকে কি দেবে? আমি বললাম : আমার এই কাপড়খান। আমার সংগীও বললো, আমার এই কাপড়খানা। আমার সংগীর কাপড়খানা ছিলো আমার কাপড়খানার চাইতে উৎকৃষ্ট। তবে আমি ছিলাম তার চাইতে বয়সে তরুণ। মহিলাটি যখন আমার সংগীর কাপড়খানার দিকে তাকাল তা তার পছন্দ হল। আবার যখন আমার দিকে তাকাল তখন আমি তার কাছে ভাল লাগছিলাম। সে আমাকে বললো, তুমি এবং তোমার কাপড়ই আমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আমি তার সাথে তিনদিন পর্যন্ত থাকলাম।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন : কারো কাছে মুত'আ সূত্রে কোন স্ত্রীলোক থাকলে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ جُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ حَدَّثَنَا
 عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَحَّ
 مَكَّهُ قَالَ فَأَقْرَبْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ «ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ» فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِيَ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ

مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَا بُرْدٌ فَبُرِدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عُمَى فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّيْنَا فَنَاءً مِثْلَ الْبَكْرَةِ الْعَطْنِظَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمَعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْدُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَبِرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عَظْفِهَا فَقَالَ إِنْ بُرْدٌ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضَّ فَقَوْلُ بُرْدِهِ لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩২৮৪। রবী ইবনে সাবরা থেকে বর্ণিত। তার পিতা সাবরা জুহানী মক্কা বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি (সাবরা জুহানী) বলেছেন, আমরা মক্কাতে পনের দিন অর্থাৎ দিন ও রাত হিসেব করে মোট ত্রিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ‘মুত’আ’ বিয়ে করার অনুমতি দিলেন। তাই আমি এবং আমার কওমের এক যুবক (‘মুত’আ’ বিয়ে করার উদ্দেশ্যে) বের হলাম। রূপ ও সৌন্দর্যে আমি তার চেয়ে উত্তম ছিলাম। আর সে ছিল প্রায় কুৎসিত। আমাদের প্রত্যেকের কাছে ছিল একখানা করে চাদর। আমার চাদরখানা ছিল পুরনো। কিন্তু আমার চাচাত ভাইয়ের চাদরখানা ছিল নতুন ও মোলায়েম। আমরা যখন মক্কার নিম্নভূমি বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) উচ্চভূমিতে উপনীত হলাম তখন বকনা উটনীর মত দীর্ঘাংগী এক সুন্দরী যুবতীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হলো। আমরা তাকে বললাম, আমাদের মধ্যে কেউ তোমার সাথে ‘মুত’আ’ করতে চাইলে কি তুমি সম্মত আছ? সে বললো, বিনিময়ে তোমরা আমাকে কি দেবে? তখন আমরা উভয়েই নিজ নিজ চাদর খুলে ধরলাম। যুবতী (আমাদের) উভয় পুরুষের দিকেই তাকাতে থাকলো। আমার সংগীও তাকে দেখতে থাকলো। এমনকি তার নিতম্বের প্রতিও দৃষ্টি দিতে থাকলো। সে (আমার সংগী) বললো, ওর চাদর তো পুরনো। আর আমার চাদর নতুন ও মোলায়েম। এ শুনে যুবতী বললো, এর চাদর পুরনো তাতে কোন অসুবিধা নেই। এই কথাটি সে তিন বার কিংবা দুইবার বললো। আমি তার সাথে ‘মুত’আ’ বিয়ের সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিয়ে হারাম ঘোষণা না করা পর্যন্ত আমি তার নিকট থেকে বের হইনি।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةٍ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بَشِيرٍ وَرَوَاهُ قَالَتْ وَهَلْ يَصْلُحُ

ذَٰكَ وَفِيهِ قَالَ إِنَّ بَرْدَ هَذَا خَلَقَ مَحْ

৩২৮৫। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার দিকে যাত্রা করলাম।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ বিশর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ। এতে আরো আছে : “এও কি হতে পারে?” আর “এর (আমার এ সাথীর) চাদরখানা পুরনো এবং জীর্ণ।”

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ جَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ. وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَٰلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَحْلِلْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

৩২৮৬। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে বর্ণিত। তার পিতা সাবরা জুহানী তাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করলেন : “হে লোকেরা, আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে ‘মুত’আ’ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন আল্লাহ তা’আলা তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং ‘মুত’আ’ বিয়ে সূত্রে তোমাদের কারো কাছে কোন স্ত্রীলোক থাকলে সে যেন তাকে ছেড়ে দেয়। আর তাদেরকে তোমরা যে সম্পদ দিয়েছো তার কিছুই ফেরত নিও না।”

টীকা : সাবরা জুহানী কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, ‘মুত’আ’ বা সাময়িক বিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং যেসব হাদীস বর্ণনাকারীর বর্ণনা থেকে হয়রত আবু বাকর ও উমারের (রা) খিলাফতকাল পর্যন্ত ‘মুত’আ’ বিয়ে প্রচলিত থাকার বিষয়ে জানা যায় তার এটকা যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ তখনও পর্যন্ত যারা ‘মুত’আ’ বিয়েকে বৈধ মনে করেছেন তারা এর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে এ সময় পর্যন্ত ওয়াকিফহাল ছিলেন না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ

أَبْنِ مُنِيرٍ

৩২৮৭। এই সনদে আবদুল আযীয ইবনে উমার উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাবরা জুহানী বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকন এবং খানায় কা'বার দরজার মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে বলতে শুনলাম... হাদীসের পরবর্তী অংশ ইবনে নুমাইর বর্ণিত হাদীসের বিষয়বস্তুর অনুরূপ।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ أَمَرَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتَعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى
نَهَانَا عَنْهَا

৩২৮৮। আবদুল মালিক ইবনে সাবরা থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তার দাদা সাবরা জুহানী বলেছেন : মক্কা বিজয়ের বছর আমাদের মক্কা প্রবেশের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'মুত'আ' বিয়ের অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা মক্কা থেকে বের হওয়ার আগেই আবার তা নিষিদ্ধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبِي رَيْعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْمُتَعَةِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ حَتَّى
وَجَدْنَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ كَانَتْ بِكَرَّةٍ بِعِطَاءٍ نَخْطُبُنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا وَعَرْضْنَا عَلَيْهَا بِرُءُونَا
فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَرَأَى أَحْمَلٌ مِنْ صَاحِبِي وَرَأَى بَرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِنْ بَرْدِي فَأَمَرَتْ نَفْسَهَا
سَاعَةً ثُمَّ اخْتَارَتْنِي عَلَى صَاحِبِي فَكُنَّا مَعًا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِفَر_اقِهِنَّ

৩২৮৯। আবদুল আযীয ইবনে রবী ইবনে সাবরা ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আমার পিতা রবী ইবনে সাবরাকে তার পিতা সাবরা ইবনে মা'বাদ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, মক্কা বিজয়ের বছর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাহাবাদেরকে 'মুত'আ' বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সাবরা ইবনে

মা'বাদ বর্ণনা করেছেন : আমি এবং বনী সুলাইম গোত্রের আমার এক সংগী (স্ত্রীলোকের সন্ধানে) বের হলাম এবং বনী আমের গোত্রের এক কুমারী যুবতীকে পেয়ে গেলাম। সে ছিল যেন দীর্ঘাঙ্গী যুবতী উটনীর মত। আমরা তার নিকট 'মুত'আ' বা সাময়িক বিয়ের প্রস্তাব দিলাম এবং বিনিময়ে আমাদের চাদর দু'খানা পেশ করলাম। মহিলাটি তা দেখতে থাকলো। সে আমাকে আমার সংগীর চাইতে সুশ্রী দেখতে পেল। তবে আমার বন্ধুর চাদরখানা আমার চাদর থেকে উৎকৃষ্ট ছিল। সে নিজে নিজে কিছুক্ষণ ভেবে নিল এবং আমার সংগীকে পছন্দ না করে আমাকে পছন্দ করে ফেললো। সে আমার সাথে তিনদিন অবস্থান করলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে 'মুত'আর' মাধ্যমে বিবাহিত নারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে আদেশ করলেন।

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتَعَةِ

৩২৪০। রবী ইবনে সাবরা থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাবরা জুহানী) বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ .

৩২৪১। রবী ইবনে সাবরা থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাবরা জুহানী) বলেছেন : মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' (সাময়িক) বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا

حَسَنُ الْحُلَوَائِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ الرَّيِّعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ زَمَانَ الْفَتْحِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْتَعُ بِرُؤَسَاءِ أَهْرَبِينَ

৩২৪২। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাবরা জুহানী) তাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা

বিজয়ের সময় ‘মুত’আ’ (সাময়িক) বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। (তিনি আরো বর্ণনা করেছেন যে,) তার পিতা (সাবরা জুহানী) দুইখানা লাল চাদরের বিনিময়ে ‘মুত’আ’ বিয়ে করেছিলেন।

وَحَدَّثَنِي حُرْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يَقْتُونُ بِالْمُنْعَةِ يُعْرِضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجَلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُنْعَةُ تُفَعِّلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ «يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرَّبَ بِنَفْسِكَ فَوَافَقَهُ أَنْ فَعَلْتَهَا لَا رَجْمَكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفٍ أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ يَبْنَى هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُنْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهَلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالْدَّمِ وَلَحْمِ الْخَنزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بَرْدِ بْنِ أَحْمَرَ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُنْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَيْعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ

৩২৯৩। ইবনে শিহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উরওয়া ইবনে যুবায়ের জানিয়েছেন যে, একদিন আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা) মক্কায় খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন : কিছু সংখ্যক লোক আছে, আল্লাহ তা’আলা তাদের চোখ যেমন অন্ধ করে দিয়েছেন তাদের অন্তরও যেন তেমন অন্ধ করে দেন কেননা তারা ‘মুত’আ’ (সাময়িক) বিয়ে জায়েয হওয়ার ‘ফতওয়া’ দিয়ে থাকেন। এক ব্যক্তির (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) প্রতি ইংগিত করে তিনি এ কথা বলতেন। তিনি (ইবনে আব্বাস রা.) তখন তাকে ডেকে বললেন : তুমি বড় জঘন্য ও নির্বোধ ব্যক্তি। আমার জিন্দেগীর শপথ করে বলছি,

ইমামুল মুত্তাকীন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ‘মুত’আ’ বিয়ে করা হতো। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের তাকে বললেন : আপনি নিজে ‘মুত’আ’ বিয়ে করে দেখুন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি তা করলে আমি আপনাকে পাথর মেরে হত্যা করবো। ইবনে শিহাব বলেন, খালিদ ইবনে মুহাজির ইবনে সাইফুল্লাহ আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি একদা এক ব্যক্তির কাছে বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি তার কাছে এসে ‘মুত’আ’ বিয়ে সম্পর্কে ‘ফতওয়া’ চাইলো। তিনি তাকে ‘মুত’আ’ করতে অনুমতি দিলেন। তখন ইবনে আবু আমরাহ আনসারী তাকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, থামো। সে বললো : তা কি? আল্লাহর শপথ! ‘ইমামুল মুত্তাকীন’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ‘মুত’আ’ বিয়ে প্রচলিত ছিল। তখন ইবনে আবু আমরাহ বললেন : ইসলামের প্রাথমিক যুগে তা চরম ঠেকা অবস্থায় লোকদের জন্য মৃত বস্ত্র, রক্ত ও শুকরের গোশত খাওয়ার মত জায়েয ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা তাঁর দ্বীনকে মজবুত করে দিয়েছেন এবং ‘মুত’আ’ নিষেধ করে দিয়েছেন। ইবনে শিহাব বলেন : আমাকে রবী ইবনে সাবরা জুহানী জানিয়েছেন যে, তাঁর পিতা সাবরা জুহানী বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমি বনী আমর গোত্রের এক স্ত্রীলোকের সাথে দু’খানা লাল চাদরের বিনিময়ে ‘মুত’আ’ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ‘মুত’আ’ বিয়ে করতে নিষেধ করলেন। ইবনে শিহাব বর্ণনা করেছেন : আমি এ বিষয়টি রবী ইবনে সাবরা জুহানীকে উমার ইবনে আবদুল আযীযের কাছে বর্ণনা করতে শুনেছি। তখন আমি সেখানে বসা ছিলাম।

টীকা : হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের যে লোকটি সম্পর্কে ইংগিত দিয়ে বলেছেন যে, আল্লাহ তার হৃদয়কেও অন্ধ করে দিন যেমন তার চোখকে অন্ধ করে দিয়েছেন এ ব্যক্তি হলেন আবদুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা), তিনি ‘মুত’আ’ (সাময়িক) বিয়ে জায়েয বলে ‘ফতওয়া’ দিতেন। কিন্তু তা হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তিনি শেষ বয়সে তার এই মত প্রত্যাহার করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ ابْنِ أَبِي عُبَيْلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَالَ أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَانَ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ

৩২৯৪। রবী ইবনে সাবরা জুহানী থেকে তার পিতা সাবরা জুহানীর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘মুত’আ’ বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। তিনি

বলেছেন : আজকের এই দিন থেকে তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম। এ ক্ষেত্রে কেউ যদি 'মুত'আ' বিয়ের সূত্রে স্ত্রীকে কিছু দিয়ে থাকে তা যেন সে ফেরত না নেয়।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ
النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَنْثِيَّةِ

৩২৯৫। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। খাইবার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' সূত্রে মেয়েদের বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধীর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَصَمَاءَ

الضَّبْعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْإِسْنَادَ وَقَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ
إِنَّكَ رَجُلٌ تَأْتِيهِ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ
مَالِكٍ

৩২৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আসমা দাব্বী জুরাইরিয়ার মাধ্যমে, তিনি মালিকের সূত্রে উপরোক্ত সনদে আলী ইবনে আবু তালিব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (আলী ইবনে আবু তালিব)-কে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছেন, তুমি তো সোজা পথ থেকে বিচ্যুত এক ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 'মুত'আ করতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর হাদীসের বাকি অংশ মালিক থেকে ইয়াহইয়া কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ ثُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ
قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ
عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ
لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

৩২৯৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) খাইবার যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ

أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَهْلًا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

৩২৯৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনলেন, স্ত্রীলোকদের সাথে মুত'আ বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) নরম সুরে কথা বলেন। তখন তিনি (আলী) বললেন : হে ইবনে আব্বাস থামো (এরূপ কথা বলা না)। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন মুত'আ বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا أَخْبَرَنَا

أَبْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لَابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

৩২৯৯। মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবু তালিবের দুইপুত্র হাসান ও আবদুল্লাহ থেকে তাদের পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মুহাম্মাদ) আলী ইবনে আবু তালিবকে (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে (রা) লক্ষ্য করে বলতে শুনেছেন : খাইবার যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'মুত'আ' বিয়ে করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

কোন স্ত্রীলোককে তার খালা বা ফুফুর সাথে একই সৎগে বিয়ে করা হারাম।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

৩৩০০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে বিয়ের মাধ্যমে একত্রিত করা যাবে না। (অর্থাৎ এক সাথে একই ব্যক্তি তাদেরকে বিয়ে করতে পারবে না।)

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُحَيْمٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةَ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةَ وَخَالَتِهَا

৩৩০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার শ্রেণীর স্ত্রীলোককে বিয়ের মাধ্যমে একত্রিত করতে (এক সাথে বিয়ে করতে) নিষেধ করেছেন। তারা হলো- স্ত্রীলোক ও তার ফুফু এবং কোন স্ত্রীলোক ও তার খালা।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ « قَالَ ابْنُ مُسْلِمَةَ مَدَنِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا ابْنَةُ الْأَخْتِ عَلَى الْخَالَاتِ

৩৩০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ফুফুকে ভাইয়ের মেয়ের সাথে এবং বোনের মেয়েকে তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ ابْنُ ذُوَيْبٍ الْكَعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَعَ

الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا قَالَ أَبُو شَهَابٍ فُرِئَ خَالَةً لَهَا وَعَمَّةٌ لَهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

৩৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোম ব্যক্তিকে কোন স্ত্রীলোক ও তার ফুফুকে কিংবা কোন স্ত্রীলোক ও তার খালাকে একসাথে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে শিহাব বলেন, আমি স্ত্রীর পিতার খালা এবং ফুফুকেও এই একই হুকুমের পর্যায়ভুক্ত মনে করি।

وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتَكَحُّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

৩৩০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে- স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে বা খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না।

وَحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

৩৩০৫। আবু সালামা (রা) আবু হুরায়রাকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... উপরের হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُخْطَبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا تُتَكَحُّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا تَسَالُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَّ صَخْفَتِهَا وَلِتُتَكَحَّ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا

৩৩০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপরে (একই স্ত্রীলোককে বিয়ের) প্রস্তাব না দেয়, কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের দামের উপরে দাম না বলে; কোন

স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে কিংবা তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করা যাবে না এবং কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনকে (সতীন) তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য তালাক দিতে না বলে। সে যেন (এসব করা ছাড়াই) বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কেননা তার জন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্দিষ্ট অংশ সে লাভ করবেই।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَرْزُبٍ

عَوْنُ بْنُ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هَنْدٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَاتِهَا أَوْ أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لَتُكْتَفَى مَا فِي صَحْفَتِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَازِقُهَا

৩৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফু বা খালার সাথে একত্রে বিয়ে করতে অথবা কোন স্ত্রীলোক কর্তৃক তার বোনের (সতীন) খালার খাদ্য গ্রহণের জন্য তাকে তালাক দিতে বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা মহান আল্লাহই তার রিযিকদাতা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

وَأَبْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى وَأَبْنِ نَافِعٍ، قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَاتِهَا

৩৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : কোন স্ত্রীলোককে তার ফুফুর সাথে এবং কোন স্ত্রীলোককে তার খালার সাথে একত্রে বিয়ে করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

টীকা : কোন স্ত্রীলোকের সাথে তার ফুফু বা খালাকে একই ব্যক্তির বিয়ে করা হারাম। এভাবে স্ত্রীর পিতার খালা বা ফুফুকেও বিয়ে করা হারাম। এ ব্যাপারে উম্মাতের সমস্ত বিশেষজ্ঞ উলামা একমত। তবে শিয়া ও খারেজীদের একটি ক্ষুদ্র দল স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর পিতার ফুফু বা খালাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তাদের যুক্তি হলো, যেসব স্ত্রীলোককে বিয়ে করা হারাম, তাদের কথা উল্লেখ করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “এসব স্ত্রীলোক ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীলোকদের তোমরা অর্থের বিনিময়ে বিয়ে করতে পারবে। এটা তোমাদের জন্য হালাল।” আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামাদের দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন : ওয়া আনুযালনা আলাইকায যিকরা লিতুবাইয়িনা লিল্লাসি মা নুযযিলা ইলাইহিম।” অর্থাৎ “আমি তোমার কাছে ‘যিকর’ বা ‘নসীহত’ (কুরআন) নাযিল করেছি যেন তা তুমি লোকদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও।” এই

আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ব্যাখ্যাদাতা। তাই তিনি যা কিছু বলেছেন তা কুরআনেরই ব্যাখ্যা। সুতরাং যেভাবে কুরআনের আনুগত্য করতে হবে ঠিক সেভাবে নবীর বাণী হাদীসের অনুসরণ করতে হবে। শিয়া ও খারেজীদের দাবী এখানে অযৌক্তিক ও অসংগত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ ও স্বীকৃতির মাধ্যমে কুরআনের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ পেয়েছে সেটাই গ্রহণযোগ্য।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

৩৩০৯। মুহাম্মাদ ইবনে হাতেম, শাবাবা, ওয়ারাকা ও আমার ইবনে দীনারের মাধ্যমে উল্লেখিত সনদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫

হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা অবস্থায় বিয়ে করা হারাম এবং তাদেরকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া মাকরুহ।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عَمْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الْحَرَمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

৩৩১০। নুবাইহ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ তার পুত্র তাল্হা ইবনে উমারকে শায়বা ইবনে যুবায়েরের কন্যার সাথে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে আমাকে আবান ইবনে উসমানের কাছে পাঠালেন। তখন তিনি ছিলেন আমীরে হজ্জ। তিনি বললেন : আমি উসমান ইবনে আফফানকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুহরিম (হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায়) নিজেও বিয়ে করবে না, অন্যকেও বিয়ে দেবে না এবং বিয়ের জন্য কারো কাছে প্রস্তাবও করবে না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقْبَبِيُّ

حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي نُبَيْهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى

المَوْسِمَ فَقَالَ لَا أَرَاهُ أَغْرِيًّا إِنَّ الْحَرَّمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَنْكِحُ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩১১। নাফে' থেকে বর্ণিত। নুবাইহ ইবনে ওয়াহাব বলেছেন : তিনি বলেন, উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার আমাকে আবান ইবনে উসমানের কাছে পাঠালেন। তিনি তখন ঐ মওসুমের আমীরে হজ্জ ছিলেন। উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার তার পুত্রের সাথে শায়বা ইবনে উসমানের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন। আবান ইবনে উসমান আমাকে বললেন : আমি দেখছি তুমি একজন অশিক্ষিত গৌয়ার ছাড়া আর কিছু নও। মুহরিম বা ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি নিজে বিয়ে করতে পারে না বা কাউকে বিয়ে দিতে পারে না। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা বর্ণনা করে শুনিয়েছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي

أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يُحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطَرٍ وَيَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْحَرَّمُ وَلَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

৩৩১২। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় নিজে বিয়ে করতে পারবে না, অন্যকে বিয়ে দিতে পারবে না এবং বিয়ের জন্য প্রস্তাবও করতে পারবে না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مَوْسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَانَ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْكِحُ الْحَرَّمُ وَلَا يَخْطُبُ

৩৩১৩। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি নিজে বিয়ে করবে না কিংবা বিয়ের জন্য প্রস্তাবও দেবে না।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ

الْأَثَرِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُبَيْهِ
ابْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكَحَ ابْنَةُ طَلْحَةَ بِنْتُ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ
فِي الْحَجِّ وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ أَيْ قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكَحَ
طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبَانُ أَلَا أُرَاكَ عَرِاقِيًّا جَافِيًّا إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ
ابْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُنْكَحُ الْمُحْرَمُ

৩৩১৪। নুবাইহ ইবনে ওয়াহাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার হজ্জের মওসুমে তার পুত্র তালহাকে শায়বা ইবনে যুবায়েরের কন্যার সাথে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করলেন। সেই সময় আবান ইবনে উসমান ছিলেন আমীরে হজ্জ। তাই উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার কোন এক ব্যক্তিকে আবানের কাছে পাঠালেন যে, আমি (উমার ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে মা'মার) আমার পুত্র তালহা ইবনে উমারকে (শায়বা ইবনে যুবায়েরের কন্যার সাথে) বিয়ে দিতে ইচ্ছুক। অতএব আমি আন্তরিকভাবে তাতে (বিবাহ অনুষ্ঠানে) আপনার উপস্থিতি কামনা করছি। সব কথা শুনে আবান তাকে বললেন : আমি দেখছি তুমি একজন নির্বোধ ইরাকী। আমি উসমান ইবনে আফফানকে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুহরিম ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করতে পারবে না।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبْنُ مُنِيرٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ خُزَيْمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ زَادَ ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ
الْأَصَمِّ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

৩৩১৫। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় মায়মুনাকে (রা) বিয়ে করেছেন। ইবনে নুমাইরের

বর্ণনায় আরো আছে— আমি হাদীসটি যুহরীর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন : ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি (নবী) হালাল অর্থাৎ ইহরামহীন অবস্থায় বিয়ে করেছেন।

টীকা : এই হাদীস থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা বিনতে হারিসকে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি হালাল অর্থাৎ ইহরামমুক্ত অবস্থায় উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনাকে (রা) বিয়ে করেছিলেন। খোদা হযরত মায়মুনার (রা) বর্ণিত হাদীস থেকেই তা প্রমাণিত। সুতরাং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসে যেখানে ‘মুহরিমান’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ হবে হারাম শরীফের মধ্যে অবস্থানকালে। কারণ ‘মুহরিমা’ শব্দের এ অর্থও হতে পারে। আর খোদা নিজের বিয়ের ব্যাপারে হযরত মায়মুনার (রা) বেশী জানা থাকার কথা। এ ক্ষেত্রে হযরত মায়মুনার (রা) কথা পরিত্যাগ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) কথা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعَثَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

৩৩১৬। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম (বা হারাম শরীফে অবস্থান করা) অবস্থায় মায়মুনাকে (রা) বিয়ে করেছিলেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَّازَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْأَصَمِّ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ قَالَ وَكَانَتْ خَالَتِي وَخَالََةُ ابْنِ عَبَّاسٍ

৩৩১৭। ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার কাছে মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি (রাসূলুল্লাহ সা.) হালাল বা ইহরামহীন অবস্থায় ছিলেন। ইয়াযীদ ইবনে আসাম্ম আরো বলেছেন যে, মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) আমার এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) খালা ছিলেন।

অনুচ্ছেদ : ৬

জ্বীলোকের পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাবের জওয়াব না আসা কিংবা উক্ত ব্যক্তির অনুমতি প্রদান বা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত উক্ত জ্বীলোকের কাছে অন্য কোন ব্যক্তির বিয়ের প্রস্তাব পেশ করা হারাম।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ
عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

৩৩১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের একজনের দরদাম করার উপর দিয়ে অন্যজন যেন দরদাম না করে এবং একজনের বিয়ের প্রস্তাবের উপর অন্য কেউ যেন প্রস্তাব না দেয়।

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

৩৩১৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের দামদরের উপর দামদর না করে এবং তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর যেন প্রস্তাব না দেয়। তবে সে অনুমতি দিলে স্বতন্ত্র কথা।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا الْإِسْنَادُ.

৩৩২০। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা মিসহারের মাধ্যমে উবায়দুল্লাহর নিকট থেকে এই সনদে উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ هَذَا الْإِسْنَادُ

৩৩২১। এ সূত্রেও উপরের হাদীসটি আবু কামেল হাম্মাদ ও আইয়ুবের মাধ্যমে নাফে'র নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ

وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ أَوْ يَتَنَاجَشُوا أَوْ يَخْطُبَ
الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيَ
مَا فِي إِنْثَاهِهَا أَوْ مَا فِي صُخْفَتِهَا زَادَ عَمْرُو فِي رِوَايَتِهِ وَلَا يَسْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

৩৩২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) শহরবাসী কর্তৃক গ্রামের
অধিবাসীর পক্ষ হয়ে কোন জিনিস বিক্রি করে দিতে, মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোন জিনিসের
দাম বলতে, দালালী করতে বা মুসলমান ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের ওপর (একই
স্ত্রীলোককে বিয়ের জন্য) প্রস্তাব দিতে অথবা মুসলমান ভাইয়ের দামের উপর দাম করে
কোন জিনিস কিনতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। (তিনি আরো
বলেছেন) কোন স্ত্রীলোক যেন তার বোনের (সতীন) খাবার নিজে দখল করার জন্য
স্বামীর কাছে তার তালাক দাবী না করে। আমরা তার বর্ণনায় আরো উল্লেখ করেছেন :
কেউ যেন তার মুসলমান ভাইয়ের দামদরের উপর দামদর না করে।

টীকা : গ্রামবাসীর নিকট থেকে শহরবাসী যেন কোন জিনিস বিক্রির জন্য খরিদ না করে। কারণ গ্রামে
বসবাসকারী সরলমনা মানুষ শহরের হাল-হকীকত বা জিনিস পত্রের দামদর সম্পর্কে পূর্ণরূপে
ওয়াকিফহাল থাকে না। তাই কোন শহরবাসী শহরে বিক্রি করার জন্য তার নিকট থেকে যখন জিনিস
কিনে নেয় তখন খুব সস্তায় কিনতে সক্ষম হয়। ফলে গ্রামবাসী লোকটি জিনিসের ন্যায্য মূল্য থেকে
বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে ক্রেতা শহরবাসী উক্ত জিনিস পুনরায় শহরবাসীর নিকট চড়া দামে বিক্রি করে।
ফলে ক্ষতি হয় বিবিধ। প্রথমতঃ গ্রাম্য লোকটি সঠিক দাম পায় না। দ্বিতীয়তঃ শহরবাসীকে
তুলনামূলকভাবে অধিক মূল্যে জিনিসটি কিনতে হয়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই
হাদীসে মধ্যস্থত্বভোগী শ্রেণী সৃষ্টির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنِي حَرَمَةُ

أَبْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبُ الْمَرْءُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى
لِتَكْتَفِيَ مَا فِي إِنْثَاهِهَا

৩৩২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কোন জিনিস বেশী দামে বিক্রি করার জন্য) তোমরা পরস্পর যোগসাজসে দামদর করো না (বা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে দালালী করো না,) কেউ যেন তার ভাইয়ের দামের উপর দাম না করে, কোন শহরবাসী যেন কোন গ্রামবাসীর পক্ষ হয়ে তার কোন জিনিস বিক্রি না করে, কেউ যেন তার (মুসলমান) ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপর পাল্টা প্রস্তাব না করে, আর কোন নারী যেন অপরের (সতী) অংশের খাবার নিজে খাওয়ার জন্য স্বামীর কাছে তার (সতীনের) তালাক দাবী না করে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْإِسْنَادُ مِثْلُهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَلَا يَزِدُّ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

৩৩২৪। আবু বাক্র ইবনে আবু শায়বা আবদুল আ'লার মাধ্যমে এবং মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' আবদুর রাজ্জাকের মাধ্যমে, তাদের সকলে মা'মার এবং তার মাধ্যমে যুহরী থেকে একই সনদে একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে মা'মার বর্ণিত হাদীসে অতিরিক্ত এতটুকু কথা আছে, 'কেউ যেন তার ভাইয়ের বলা মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্য না বলে।'

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ جُبَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسُمُّ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَتِهِ

৩৩২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমান যেন কোন মুসলমানের দামদরের উপর দামদর না করে এবং কেউ যেন তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর পাল্টা প্রস্তাব না করে।

وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح

৩৩২৬। আহমাদ ইবনে ইবরাহীম দাওরাবী আবদুস সামাদ ও শুবার মাধ্যমে আলা ও সুহাইল থেকে এবং আলা ও সুহাইল উভয়ে তাদের পিতার নিকট থেকে আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَخُطْبَةِ أَخِيهِ

৩৩২৭। মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না আবদুস সামাদ, শু'বা, আ'মাশ, আবু সালেহ ও আবু হুরায়রার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তারা “আলা সাওমি আখী হি” এবং “খিত্বাতে আখী হি” কথা দুটি উল্লেখ করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَّاسَةَ أَنَّهُ
سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمَنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ
أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى يَمِينِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

৩৩২৮। আবদুর রাহমান ইবনে শুমাসাহ থেকে বর্ণিত। তিনি উকবা ইবনে আমেরকে মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক ঈমানদার আরেক ঈমানদারের ভাই। সুতরাং ভাইয়ের দামের উপর দামদর করা অথবা তার বিয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব করা কোন ঈমানদারের জন্য হালাল নয়।

অনুচ্ছেদ ৪ ৭

শিগার বা বদলী বিয়ে হারাম এবং বাতিল।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ أَنَّ يَزُوجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَ ابْنَتَهُ
وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

৩৩২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘শিগার’ করতে নিষেধ করেছেন। শিগার হলো, কেউ তার কন্যাকে এক ব্যক্তির সাথে এই শর্তে বিয়ে দেবে যে উক্ত ব্যক্তিও তার কন্যাকে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেবে। কিন্তু তাদের কোন মোহরানা থাকবে না।

টীকা : ‘শিগার’ বা বদলী বিয়ে হলো : মোহর আদায় করতে হবে না এই বুঝাপড়ায় পরস্পরের কন্যা বা বোনকে বিয়ে দেয়া বা বিয়ে করা। অর্থাৎ এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বোনকে বিয়ে করবে এবং

বিনিময়ে ঐ ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির বোনকে বিয়ে করবে। কিন্তু কোন প্রকার মোহরানা আদায় করবে না। ‘শিগার বিয়ে’ জাহেলী যুগের বিবাহ পদ্ধতির একটি। এ ধরনের বিয়েতে নারীর মোহর ও স্বাধীন মতামত বা বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটা খর্ব হয়। তাই ইসলাম এ ধরনের বিয়ে অনুমোদন করে না। বরং হারাম বলে ঘোষণা করে। কোন ক্ষেত্রে এ ধরনের বিয়ে সংঘটিত হলেও তা বাতিল বলে গণ্য। তবে ঘটনাক্রমে যদি এমনি বিয়ে হয় এবং নারীর কোন প্রকার অধিকার ক্ষুণ্ণ না হয় তাহলে ইসলাম এ ধরনের বিয়েকে ক্ষতিকর মনে করে না। বরং তা অনুমোদন করে।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ

قَالُوا حَدَّثَنَا يُحْيَى عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَثَلِهِ
غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبيدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا الشَّغَارُ

৩৩৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের (রা) মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে উবায়দুল্লাহ বর্ণিত হাদীসে এতটুকু কথা অতিরিক্ত বর্ণনা করা হয়েছে : “আমি নাফে’কে জিজ্ঞেস করলাম ‘শিগার’ বা বদলি বিয়ে কি ধরনের?”

وَحَدَّثَنَا يُحْيَى بْنُ يُحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ

৩৩৩১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বা বদলি বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

৩৩৩২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইসলামে শিগার বা কোন প্রকার বদলি বিয়ের ব্যবস্থা নেই।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشَّغَارُ

أَنَّ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوَّجَنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوَّجَنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي

৩৩৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিগার বা বদলি বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে নুমাইর তার বর্ণনায় এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন : শিগার হলো, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তিকে বললো, তুমি আমার সাথে তোমার কন্যার বিয়ে দাও, আমি তোমার সাথে আমার কন্যার বিয়ে দিয়ে দেব। কিংবা তোমার বোনকে আমার সাথে বিয়ে দাও আমি আমার বোনকে তোমার সাথে বিয়ে দেব।

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ زِيَادَةَ ابْنِ عُثَيْمٍ

৩৩৩৪। আবু কুরাইব আবাদাও উবায়দুল্লাহর মাধ্যমে একই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে নুমাইর কর্তৃক বর্ণিত অতিরিক্ত অংশটুকু উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنِي هَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح

وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّغَارِ

৩৩৩৫। আবু যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘শিগার’ বা বদলি বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪৮

বিয়ের শর্তসমূহ পালন করতে হবে।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُيْمِرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَأَبْنِ الْمُثَنَّى غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ الشَّرْطُ

৩৩৩৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “সবচেয়ে বড় পালনীয় শর্ত হলো বিয়ের শর্ত যার দ্বারা তোমরা নারীদের লজ্জাস্থান হালাল করে থাক।” আবু বাকর ও মুহাম্মাদ ইবনে মুসান্না বর্ণিত হাদীসে এই শব্দগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। তবে মুসান্না বর্ণিত হাদীসে ‘শর্ত’ শব্দটির বহুবচন উল্লেখ আছে।

টীকা : এখানে মূলত স্ত্রীর মোহর আদায় করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাছাড়া স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করাও স্বামীর অন্যতম কর্তব্য।

অনুচ্ছেদ : ৯

বিয়ের জন্য বিধবাদের মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কুমারী মেয়েদের মৌন স্বীকৃতিই যথেষ্ট হবে।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

৩৩৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিধবা স্ত্রীলোকের পরামর্শ ও প্রকাশ্য অনুমতি গ্রহণ ছাড়া তাকে বিয়ে দেয়া যাবে না এবং কুমারী স্ত্রীলোককে তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দেয়া যাবে না। সবাই জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তার (কুমারী) অনুমতি কিভাবে নেয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : নীরব থাকাই তার অনুমতি।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ح وَحَدَّثَنِي

عَمْرُو النَّاقِدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشَيْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

৩৩৩৮। এই সনদেও রাবীগণ উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ «وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ مَوْلَى عَائِشَةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ

৩৩৩৯। উম্মুল মুমিনীন আয়েশার (রা) আযাদকৃত দাস যাকওয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি আয়েশাকে (রা) বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, যেসব কুমারী মেয়েদের তার পরিবারের লোকজন বা অভিভাবকগণ বিয়ে দেয় তাদের (কুমারী) নিকট থেকে বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি নিতে হবে কিনা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন : হ্যাঁ, অনুমতি নিতে হবে। আয়েশা বলেন : আমি বললাম, সে তো লজ্জা পাবে (অর্থাৎ লজ্জা করে কিছুই বলবে না)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সে যদি চুপ করে থাকে তবে এটাই হবে তার অনুমতি।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَوَقْتِيَّةُ

ابْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «وَاللَّفْظُ لَهُ» قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْأَيْمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ يُسْتَأْذِنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

৩৩৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিধবা মেয়েরা নিজের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে অধিকতর কর্তৃত্বশীল। আর কুমারী মেয়েদের নিকট থেকে তার বিয়ের ব্যাপারে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। আর চুপ থাকাই হলো তার অনুমতি।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ

ابْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ
يُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

৩৩৪১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিধবা স্ত্রীলোক তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকের চেয়ে (সিদ্ধান্তের ব্যাপারে) বেশী হকদার। আর বিয়ের ব্যাপারে কুমারী স্ত্রীলোকদের নিকট থেকে অনুমতি বা সম্মতি নিতে হবে। চুপ করে থাকাই তার সম্মতি।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
وَالْبَكْرُ يُسْتَأْذَنُ أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا وَرُبَّمَا قَالَ وَصَمَتْهَا إِقْرَارُهَا

৩৩৪২। সুফিয়ান থেকে এই সনদেই উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। লাইসের বর্ণনায় আছে, (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) বিধবা স্ত্রীলোক নিজের বিয়ের ব্যাপারে তার অভিভাবকের চেয়ে বেশী হকদার (অর্থাৎ সে তার নিজের বিয়ের ব্যাপারে স্বাধীন), আর কুমারী মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে পিতা তার নিকট থেকে অনুমতি গ্রহণ করবে। চুপ থাকাই তার অনুমতি। রাবী কোন কোন সময় বর্ণনা করেছেন যে, চুপ থাকাই তার স্বীকৃতি।

অনুচ্ছেদ : ১০

পিতা কর্তৃক নাবালিকা কন্যাকে বিয়ে দেয়া বৈধ।

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ قَالَتْ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُتِّعَتْ شَهْرًا فَوَفِي شَعْرَى جُمُعَةً فَأَتَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَأَنَا عَلَى أَرْجُوحةٍ وَمَعِيَ صَوَاحِبِي فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا وَمَا أَدْرِي مَا تَرِيدُ بِي فَأَخَذَتْ يَدَيَّ فَأَوْقَفَتْنِي عَلَى الْبَابِ فَقُلْتُ هَ هَ حَتَّى ذَهَبَ نَفْسِي فَأَدْخَلَتْنِي بَيْتًا فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ فَاسْتَسْتَيْتُ إِلَيْهِنَّ فَغَسَلْنَ رَأْسِي وَأَصْلَحَتْنِي فَلَمْ يُرْعِنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَى فَاسْتَسْتَيْتُ إِلَيْهِ

৩৩৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার ছয় বছর বয়সের সময় রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বিয়ে করেছিলেন। আর আমার বয়স যখন নয় বছর তখন আমার সাথে তাঁর বাসর রাত্রি হয়। আয়েশা (রা) বলেন, আমরা (হিজরত করে) মদীনায় আসলাম। তারপর আমি এক মাস পর্যন্ত জুরে আক্রান্ত থাকলাম। আমার চুল আমার কান পর্যন্ত লম্বা হলো। আমি একদিন দোলনায় দোল খাচ্ছিলাম। আমার খেলার বান্ধবীরা আমার সাথে ছিল। এমন সময় (আমার মা) উম্মে রুমান এসে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে ধরলেন এবং দরজার কাছে থামালেন। আমি তখন হাঁপাচ্ছিলাম। আমি জানতাম না তিনি আমাকে কেন ডেকেছিলেন। অবশেষে আমার হাঁপানো বন্ধ হলে তিনি আমাকে নিয়ে একটি ঘরে গেলেন। সেখানে কিছু সংখ্যক আনসার মহিলা ছিলেন। ‘অতি উত্তম কল্যাণ ও বরকত হোক’ বলে তারা আমাকে দু’আ করলেন। আমার মা আমাকে তাদের হাতে সোপর্দ করলেন। তারা আমার মাথা ধোয়ালেন এবং পরিপাটি করে সাজালেন। আমি ভীত-শংকিতও হইনি। পরে দুপুরে তারা আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সোপর্দ করলেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ح

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَابْلَفُظُّ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ
سِنِينَ

৩৩৪৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ে করেন। আর আমার বয়স যখন নয় বছর তখন তিনি আমাকে নিয়ে বাসর ঘর করেন।

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَزَفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ
بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ وَلَعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ

৩৩৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর বয়স যখন মাত্র সাত বছর সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন। আর যখন তাঁর (আয়েশা) বয়স নয় বছর তখন তিনি তাঁর সাথে বাসর ঘর করেন। তখন তাঁর সাথে তাঁর খেলনা পুতুলগুলোও ছিল। তাঁকে আঠার বছর বয়স্ক রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ
الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَهَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا
وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِ عَشْرَةَ

৩৩৪৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন। যখন তার (আয়েশার) বয়স নয় বছর তখন তিনি তাকে নিয়ে বাসর ঘর করেন। আয়েশার (রা) বয়স যখন আঠার বছর তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেন।

অনুচ্ছেদ : ১১

শাওয়াল মাসে বিয়ে করা এবং শাওয়াল মাসেই বাসর যাপন করা মুস্তাহাব।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لَزُهَيْرٍ» قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخَلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ

৩৩৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসে বিয়ে করেন এবং শাওয়াল মাসেই আমার সাথে বাসর ঘর করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আর কোন স্ত্রী তাঁর কাছে আমার চেয়ে অধিক প্রিয় ছিল? বর্ণনাকারী উরওয়া বলেন, আয়েশা (রা) তাঁর গোষ্ঠীর মেয়েদের (বিয়ের পরে) শাওয়াল মাসে বাসররাত্রি যাপন করানো পছন্দ করতেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَلَ عَائِشَةُ

৩৩৪৮। সুফিয়ান থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এ সূত্রে আয়েশার (রা) পছন্দনীয় কাজের কথা উল্লেখ নেই।

অনুচ্ছেদ : ১২

বিবাহ করতে ইচ্ছুক মহিলাকে প্রস্তাব দেয়ার পূর্বে তার মুখমণ্ডল ও হাত-পায়ের পাতা দেখে নেয়া।

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَادْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي الْأَنْصَارِ شَيْئًا

৩৩৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : (একদিন) আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁকে (নবী সা.) জানালো, সে এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি তাকে দেখেছো? সে বললো, না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যাও-তাকে দেখে নাও। কেননা আনসারদের চোখে কিছু (ত্রুটি) আছে।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا

يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي عِيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ كَأَنَّكُمْ تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ

৩৩৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তুমি তাকে দেখে বিয়ে করেছো তো? কেননা আনসারদের চোখে কিছু (দোষ) থাকে। লোকটি বললো, আমি তাকে দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কত মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেছো? সে বললো, চার উকিয়া রৌপ্য দিয়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বিস্মিত হয়ে) বললেন : চার উকিয়া রৌপ্য! তাহলে মনে হয় তোমরা এই পাহাড়ের কিনারা খুঁড়ে খুঁড়ে রৌপ্য এনে থাকো। (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহরানার পরিমাণ অত্যধিক মনে করলেন)। এরপর তিনি বললেন : এই মুহূর্তে আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা তোমাকে দিতে পারি। তবে হয়তো আমি তোমাকে একটি সেনাদলের সাথে পাঠাতে পারি সেখান থেকে তুমি কিছু পেতে পারো। আবু হুরায়রা (রা) বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী আবসের বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠালেন এবং ঐ ব্যক্তিকে উক্ত সেনাদলের সাথে পাঠিয়ে দিলেন।

টীকা : আনসারদের চোখে কিছু আছে বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের চোখের কোন রোগ বা দোষের কথা অবহিত করতে চেয়েছেন। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, বিয়ে বা এ জাতীয় কোন

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কারো প্রকৃত দোষ-গুণ বলে দেয়া বৈধ বরং অত্যাৱশ্যক। এটা গীৱতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আপাতদৃষ্টিতে খারাপ মনে হলেও এতে সুদূরপ্রসারী কল্যাণ নিহিত আছে।

এই হাদীস থেকে আরো জানা যায়, বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার আগে প্রস্তাবিত মহিলাকে দেখা বিধেয়। ইমাম আবু হানিফা, মালিক, আহমাদ এবং কুফাবাসী সকল বিশেষজ্ঞের রায় এটাই। ইমাম মালিক, আহমাদ এবং অধিকাংশ উলামার রায় হলো, এভাবে দেখতে মহিলার সম্মতি গ্রহণের কোন প্রয়োজন নেই। বরং তার অজ্ঞাতে দেখাই উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর আগে দেখা মুস্তাহাব। কেননা, তাকে পরে অপছন্দ করার মত কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বিয়ের প্রস্তাব দানকারী ব্যক্তি নিজে দেখতে না পারলে কোন নির্ভরযোগ্য মহিলাকে পাঠিয়ে তার কথার উপর আস্থা রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

এই হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, ব্যক্তির সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা নির্দিষ্ট করতে হবে। তার সামর্থ্যের বাইরে মোহরানা নির্ধারণ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করেননি। তাই তিনি হাদীসে উল্লেখিত লোকটির বিবাহে দেয় মোহরানার পরিমাণ চার উকিয়া রৌপ্যের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললেন : “চার উকিয়া রৌপ্য! মনে হয় তোমরা এই পাহাড় কেটে রৌপ্য পেয়ে থাকো।” সুতরাং প্রত্যেকেই তার সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারণ করবে। এটাই ইসলামের বিধান এবং রাসুলের তরীকা।

অনেককে দেখা যায় অটেল পরিমাণ অর্থ মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করেন। কিন্তু তা আদৌ পরিশোধ করেন না বা পরিশোধ করতে হবে বলে মনে করেন না। অথচ ইসলামের বিধান মোহরানা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

মোহরানার পরিমাণ ও ধরন। সামর্থ্যহীন লোকদের পক্ষ থেকে আর্থিক বা কুরআন শিক্ষা দান এবং এছাড়া আরো অনেক কিছু তা কম-বেশী যাই হোক না কেন মোহরানা হতে পারে। পঁচিশ’ দিরহাম পর্যন্ত মোহরানা মুস্তাহাব।

عَرَسَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْبَضْ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَرَوَّجْنَاهَا

فَقَالَ قَهْلٌ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ يَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي « قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ » فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بَارِكُ إِنْ لَبِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجَاسُهُ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمْرَبَهُ فَذَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا « عَدَّهَا » فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يَقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ

৩৩৫১। সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : একজন খ্রীলোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে আমার নিজেকে হেবা (দান) করার জন্য এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং আপাদমস্তক ভাল করে দেখে নিলেন। অতঃপর তিনি মাথা নীচু করলেন। খ্রীলোকটি যখন দেখলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে কোন ফয়সালা করলেন না, তখন সে বসে পড়লো। এ সময় তাঁর সাহাবীদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে আপনার কোন প্রয়োজন না থাকলে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে কিছু আছে? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! আমার কাছে কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার পরিবারের লোকজনের কাছে যাও, দেখ কিছু পাও কিনা? সে চলে গেলো, অতঃপর ফিরে এসে বললো, খোদার কসম, আমি কিছুই পেলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দেখ, একটি লোহার আংটি হলেও যোগাড় করো। লোকটি আবার তার পরিবারের লোকদের কাছে গেলো এবং ফিরে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ! লোহার কোন আংটিও আমি পেলাম না। তবে আমার এই লুঙ্গি আছে, তাকে এর অর্ধেক দিতে পারি।

হাদীস বর্ণনাকারী (সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী) বলেন : লোকটির কাছে একখানা চাদরও ছিলোনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমার লুঙ্গি তার কি কাজে আসবে? তুমি পরিধান করলে সে তো তা ব্যবহার করতে পারবে না। আর সে পরিধান করলে তোমার কোন কাজে লাগবে না। তখন লোকটি নিরুদ্যম হয়ে বসে পড়লো। দীর্ঘক্ষণ বসার পর সে উঠে দাঁড়ালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন : সে পিছন ফিরে চলে যাচ্ছে। তিনি তাকে ডাকতে আদেশ করলেন। তাকে ডাকা হলো। লোকটি আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কি কুরআনের কোন অংশ জানা আছে? সে বললো, অমুক অমুক সূরা আমার মুখস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি ঐ সূরাগুলো মুখস্থ পাঠ করতে পার? সে বললো, হ্যাঁ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে যাও, এখন তোমাকে তোমার মুখস্থ কুরআনের বিনিময়ে জীলোকটির মালিক করে দেয়া হলো।

টীকা : অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে জীকে কুরআন শিখানোটা মোহরের বিনিময় হতে পারে। এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম শাফেঈ এবং আরো অনেক বিশেষজ্ঞ কুরআন শিখিয়ে মজুরী নেয়া সম্পূর্ণ জায়েয বলেছেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, মোহর নির্ধারণ না করে বিবাহ বন্ধন যদিও সম্পূর্ণ জায়েয, কিন্তু তা মোটেই বাঞ্ছিত নয়। হাদীসে উল্লেখিত বিয়ের ব্যাপারটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ঘটনা, অর্থাৎ চরম দারিদ্র্য। কুরআন শিক্ষা দেয়াটা মোহরের বিকল্প ছিল না। বরং এটা ছিল একটি দ্বীনী দায়িত্ব যা স্বামীর ওপর চাপানো হয়েছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন : উমদাতুল কারী, খণ্ড-২০, পৃঃ ১৩৯)।

وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ فَقَدْ زَوَّجْتُهَا فَعَلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ

৩৩৫২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে রাবীদের বর্ণনায় কিছুটা বাড়তি-কমতি আছে। কিন্তু যায়েদের বর্ণনায় একটুকু অধিক বলা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “যাও, আমি তার সাথে তোমার বিয়ে দিলাম। তাকে তুমি কুরআন শিক্ষা দেবে।”

حَدَّثَنَا

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَمَةَ بْنِ
الْمَدَاحِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ
لَا زَوْاجَهُ ثِنْتَى عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَنَرَى مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أَوْقِيَّةٍ
فَتِلْكَ خَمْسِمِائَةٍ دَرَاهِمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

৩৩৫৩। আবু সালামা ইবনে আবদুর রাহমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (স্ত্রীদের) মোহরানার পরিমাণ কত ছিলো? তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীদের মোহরানা ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ।

একথা বলে তিনি নিজেই আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি জানো 'নাশ' কি? আবু সালামা বলেন, আমি বললাম : 'নাশ' কাকে বলে তাতো আমি জানিনা। তিনি (আয়েশা) বললেন : 'নাশ' হলো আধা উকিয়া যা সর্বমোট পাঁচশ' দিরহামের সমান হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর স্ত্রীদের জন্য এটাই ছিলো মোহরানা।

حَدَّثَنَا يَحْيَى

أَبْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَاكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى
قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا
قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ
وَلَوْ بِشَاةٍ

৩৩৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রাহমান ইবনে আউফের (রা) শরীরে হলদে রং দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি খেজুরের আঁটির সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : 'বারাকাল্লাহু লাকা'— আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমার (বিবাহ ভোজ) আয়োজন কর।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْغُبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

৩৩৫৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে (মোহরানা দিয়ে) এক মহিলাকে বিয়ে করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : একটি বকরী জবাই করে হলেও ওয়ালীমার আয়োজন কর।

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَزَوَّجَ أَمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

৩৩৫৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) একটি খেজুরের আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ (মোহরানা) দেয়ার বিনিময়ে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : একটি বকরী দিয়ে হলেও বিবাহ ভোজের আয়োজন কর।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَهَرُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَرَّاشٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثٍ وَهْبٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجْتُ أَمْرَأَةً

৩৩৫৭। হুমায়েদ থেকে এ সূত্রে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে ওয়াহাব বর্ণিত হাদীসে তিনি (ওয়াহাব) বর্ণনা করেছেন যে, আবদুর রাহমান ইবনে আউফ বলেছেন : আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি।

وَحَدَّثَنَا

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَّامَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى بِشَاشَةِ الْعُرْسِ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ كَمْ أَصْدَقَهَا فَقُلْتُ نَوَآةٌ وَفِي حَدِيثِ إِسْحَاقَ مِنْ ذَهَبٍ

৩৩৫৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) বললেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মধ্যে নতুন বিবাহিতের প্রফুল্লতা লক্ষ্য করলেন। আমি বললাম, আমি এক আনসার মহিলাকে বিয়ে করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মোহরানা কত দিয়েছো? আমি বললাম, এক খেজুর পরিমাণ। রাবী ইসহাকের বর্ণনায় ‘এক খেজুর পরিমাণ স্বর্ণ’ কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ «قَالَ شُعْبَةُ وَأَسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ» عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَآةٍ مِنْ ذَهَبٍ .

৩৩৫৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। খেজুরের একটি আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ (মোহরানা) দিয়ে আবদুর রাহমান ইবনে আউফ (রা) এক মহিলাকে বিয়ে করলেন।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَهْبٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ مِنْ ذَهَبٍ

৩৩৬০। শোবা থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি বর্ণনা করেছেন, আবদুর রাহমান ইবনে আউফের কোন এক সন্তান ‘মিন যাহাবিন’ শব্দও বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৪

নিজের ক্রীতদাসীকে আযাদ করে তাকে বিয়ে করার মর্যাদা ।

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا خَيْبَرَ قَالَ فَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بَغْلَسَ فَرَكَبَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ وَإِنْ رُكِبَتِي لَتَمَسَّ نَحْنُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَحَسَّرُ الْآزَارُ عَنْ نَحْنُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى لَأَرَى يَبَاضَ نَحْنُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُحَمَّدٌ وَالْخَنِيسُ قَالَ وَأَصْبَنَاهَا عَنُوةً وَجُمِعَ السَّيُّ لِحَافِهِ دَحِيَّةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ فَقَالَ أَذْهَبَ نَحْنُ جَارِيَةً فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُبَيْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَعْطَيْتَ دَحِيَّةَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُبَيْ سَيِّدَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ مَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ قَالَ أَدْعُوهُ بِهَا قَالَ جَاءَ بِهَا فَلَمَّا بَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ وَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نَطْعًا قَالَ لَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْمَثَرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَشَاسُوا حِينَئِذٍ فَكَانَتْ وَلِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের (ইয়াহুদদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। রাবী বলেন, আমরা খাইবারের নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছে অন্ধকার থাকতেই ফজরের নামায পড়লাম। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। আবু তালহাও সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। আমি (আনাস) আবু তালহার পিছনে বসলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের (বাগানের মধ্যস্থ) সংকীর্ণ গলিপথে পৌঁছে গেলেন। এ অবস্থায় আমার হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুদেশ স্পর্শ করছিলো এবং এতে তাঁর উরুর কাপড় সরে গেলে আমি তাঁর উরুদেশের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (খাইবারের) জনবসতিতে প্রবেশ করলেন তখন বললেন : “আল্লাহু আকবর, খায়বার ধ্বংস হয়েছে। আমরা যখন কোন কওমের দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির হই তখন সাবধানকৃতদের প্রাতঃকাল বড় অকল্যাণকর হয়ে থাকে।” একথাটি তিনি তিনবার বললেন। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, এই সময় ইয়াহুদী কওমের লোকজন কাজের জন্য বের হচ্ছিল। তারা বলে উঠলো, “আল্লাহর শপথ! মুহাম্মাদ এসে পড়েছে।” রাবী আবদুল আযীযের বর্ণনায় আছে, আমাদের কেউ কেউ বলল, মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথে সৈন্য-সামন্তও এসেছে। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমরা জোরপূর্বক (খাইবার এলাকা) দখল করে নিলাম এবং যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। এই সময় দেহইয়া কালবী এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বন্দীদের মধ্য থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যাও, একটি দাসী নিয়ে যাও। সে গিয়ে সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতাবকে নিয়ে নিল। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর নবী! আপনি হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়াকে দেহইয়া কালবীর হাতে সমর্পণ করেছেন। অথচ সে (সাফিয়া) হলো বনু কুরাইযা ও বনু নাযীর গোত্রের নেতার কন্যা। সে তো একমাত্র আপনার জন্যই উপযুক্ত হতে পারে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সাফিয়াসহ দেহইয়াকে নিয়ে আস। দেহইয়া সাফিয়াসহ আসলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সাফিয়া) দেখলেন এবং দেহইয়াকে বললেন : তুমি যাও, বন্দীদের মধ্য থেকে অন্য একজন দাসীকে নিয়ে যাও। আনাস (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সাফিয়া) স্বাধীন করে দিয়ে বিয়ে করলেন।

এ পর্যায়ে সাবিত (রা) আনাস ইবনে মালিককে (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হামযা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কত মোহরানা দিয়েছিলেন? তিনি বললেন, তার নিজেকেই মোহরানা হিসেবে দিয়ে ছিলেন। কারণ, তিনি তাকে স্বাধীন করে বিয়ে করেছিলেন। পথিমধ্যে উম্মু সুলাইম সাফিয়াকে সাজগোছ করে দিলেন এবং রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা বরবেশে আবির্ভূত হলেন। অতঃপর তিনি

সাহাবাদের বললেন : যদি কারো কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য থাকে সে যেন তা নিয়ে আসে। চামড়ার একটি দস্তুরখানা বিছানো হলো। এরপর কেউ পনির, কেউ খেজুর এবং কেউ ঘি নিয়ে আসতে থাকলো। সুতরাং তা দিয়ে 'হাইস' প্রস্তুত করে পরিবেশন করা হলো। এটা ছিলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (সাথে সাফিয়া বিনতে হুয়াই ইবনে আখতারের) বিয়ের ওয়ালিমা (বা বউভাত)।

وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّيِّعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَمْنِي

أَبْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ جَحَابٍ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدَ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
شُعَيْبِ بْنِ الْحَجَابِ عَنْ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعُمَرُ بْنُ
سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَجَابِ عَنْ
أَنَسٍ كُلُّهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَقَبَهَا صَدَاقَهَا وَفِي
حَدِيثٍ مُعَاذٌ عَنْ أَبِيهِ نَزَّوَجَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا عَقَبَهَا

৩৩৬২। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব, শুআইব ইবনে হাবহাব, আবু উসমান প্রমুখ রাবীগণ আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে (বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার) আযাদ করে বিয়ে করেছিলেন। আর তাকে আযাদ করাটাই ছিলো তার মোহরানা। মায়ায বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়ে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়াকে বিয়ে করলেন এবং তাকে আযাদ করাটাই ছিলো তার মোহরানা।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا

خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْتَقُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا لَهُ أَجْرَانِ

৩৩৬৩। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসীকে আযাদ করে বিয়ে করে তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে দ্বিগুণ সওয়াব লাভ করবে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ رَدَفَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَدِمْتُ تَمَسُّ قَدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ فَأَتَيْنَاهُمْ حِينَ بَزَغَتِ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَخَرَجُوا بِفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُورِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ قَالَ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَوَقَعَتْ فِي سَهْمٍ دَحِيَّةٌ جَارِيَةٌ جَمِيلَةٌ فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرُؤُسٍ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّ سُلَيْمٍ تَصْنَعُهَا لَهُ وَتَهَيِّئُهَا . قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ . وَتَعْتَدُ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حِزْبٍ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْمَتَهَا الثَّرَّ وَالْأَقْطَ وَالسَّمْنَ فَخَصَّتِ الْأَرْضُ أَفَاحِيضَ وَجِيءَ بِالْأَنْطَاعِ فَوُضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالْأَقْطَ وَالسَّمْنَ فَشَبِعَ النَّاسُ قَالَ وَقَالَ النَّاسُ لَا تَدْرِي أَتَزَوَّجَهَا أَمْ اتَّخَذَهَا أَمْ وَلَدَ قَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ أَمْرَأَةٌ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ أُمٌّ وَلَدٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَبَ حَجَبَهَا فَقَعَدَتْ عَلَى عَجْزِ الْبَعِيرِ فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَهَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَعْنَا قَالَ فَعَثَرَتِ النَّاقَةُ الْعُضْبَاءُ وَنَدَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسْتَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتِ النِّسَاءُ فَقُلْنَ أَبْعِدْ اللَّهُ الْيَهُودِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا حَزْزَةَ أَوْقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِي وَآلَهُ لَقَدْ وَقَعَ قَالَ أَنَسٌ وَشَهِدْتُ . لَيْمَةً زَيْنَبَ فَاشْبَعِ النَّاسُ خُبْرًا وَلَحْمًا وَكَانَ يَبْعَثُنِي فَأَدْعُو النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ

وَتَبِعَتْهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلَانِ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ لَمْ يَخْرُجَا فَعَمِلَ يَمُرُّ عَلَى نِسَائِهِ فَيُسَلِّمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَيْفَ أَنْتُمْ يَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَيَقُولُونَ بِخَيْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ فَيَقُولُ بِخَيْرٍ فَلَمَّا فَرَغَ رَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ إِذَا هُوَ بِالرَّجُلَيْنِ قَدْ اسْتَأْنَسَ بِهِمَا الْحَدِيثُ فَلَمَّا رَأَى أَيْهَ قَدْ رَجَعَ قَامَا فَخَرَجَا فَوَاللَّهِ مَا أَدْرَى أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَمْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بَأَنَّهُمَا قَدْ خَرَجَا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي اسْكُفَّةِ الْبَابِ لَرَّخِيَ الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ الْآيَةُ

৩৩৬৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : খাইবার যুদ্ধের দিন আমি (সওয়ারীতে) আবু তালহার পিছনে বসা ছিলাম। আমার পা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা স্পর্শ করছিলো। সূর্য উদিত হওয়ার সময় আমরা তাদের কাছে (খাইবার) পৌছে গেলাম। সেই সময় তারা (ইহুদী) তাদের গবাদি পশু বের করে কুঠার, কোদাল এবং দড়ি ও ঝুড়িসহ বাড়ী হতে বের হচ্ছিল। তারা বলে উঠলো, 'মুহাম্মাদ তার সৈন্যসহ এসে পড়েছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "খাইবারের (খাইবারবাসীর) অকল্যাণ হয়েছে। আমরা যখন কোন কওমের দোরগোড়ায় যেয়ে উপস্থিত হই তখন সাবধানকৃতদের প্রাতঃকাল খুবই মন্দ হয়ে থাকে।" আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরাস্ত করলেন। (যুদ্ধ শেষে) দেহইয়া কালবীর অংশে একটি সুন্দরী যুবতী বন্দিনী পড়লো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাতটি ক্রীতদাসের বিনিময়ে কিনে নিলেন। অতঃপর তিনি তাকে সাজগোছ করে দেয়ার জন্য উম্মু সুলাইমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, আমার মনে হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : সে উম্মু সুলাইমের ঘরে 'ইদ্রত' পালন করবে। এই বন্দিনী ছিলেন হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা সাফিয়া। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনির ও ঘি দিয়ে তার ওয়ালিমা (বউভাত) অনুষ্ঠান করলেন। মাটি সরিয়ে কিছু গর্ত করা হয়েছিলো। সেখানে চামড়ার দস্তরখান এনে বিছানো হলো। তারপর পনির ও ঘি আনা হলো। সবাই তৃপ্তি সহকারে খাওয়া দাওয়া করলো। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, লোকজন বলাবলি করছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (সাফিয়া বিনতে হুয়াই) দাসী হিসেবে বিবাহ করেছেন না আযাদ হিসেবে বিবাহ করেছেন আমরা তা বুঝতে পারলাম না। তারপর আবার বললো, যদি

তিনি তাঁকে পর্দা করেন তাহলে বুঝতে হবে তিনি আযাদ স্ত্রীলোক। আর যদি পর্দা না করেন তাহলে বুঝা যাবে তিনি তাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যখন তিনি সওয়াবীরিতে আরোহণ করতে লাগলেন তখন তাঁকে পর্দা করলেন এবং তিনি (সাফিয়া বিনতে হুয়াই) উটের পিছনে বসলেন। তখন সবাই বুঝতে পারলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ে করেছেন। অতঃপর মদীনার নিকটবর্তী হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট দ্রুত হাঁকালেন। তাই আমরাও দ্রুত উট হাঁকলাম। এই সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘আদবা’ নামক উষ্ট্রী হোঁচট খেলে তিনি উটের পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। (উম্মুল মুমিনীন) হযরত সাফিয়াও পড়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে পর্দা করে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে মহিলারা বলে উঠলো, আল্লাহ তা’আলা ইহুদীকে দূর করুন।

সাবিত (রা) বলেন, আমি আনাসকে (রা) বললাম, হে আবু হামযা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি (উটের পিঠ থেকে) পড়ে গিয়েছিলেন? আনাস (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। আনাস (রা) আরো বর্ণনা করেন, আমি উম্মুল মুমিনীন যয়নাবের ওয়ালিমাতেও উপস্থিত ছিলাম। এতে লোকজন সবাই তৃপ্তিসহ রুটি এবং গোশত খেতে পেয়েছিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পাঠাতেন। আমি লোকদের ডেকে আনতাম। লোকদের খাওয়া শেষ হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। দুইজন লোক গল্পে মগ্ন হয়ে বসে বসে দেবী করছিলো। তারা তখনও বের হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরে ঘুরে স্ত্রীদের কাছে গিয়ে সবাইকে সালাম করছিলেন আর বলছিলেন ‘সালামুন আলাইকুম’। তারা জবাব দিলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আমরা ভাল আছি। হে আল্লাহর রাসূল! আপনার স্ত্রী কেমন হলো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ভাল। সবার সাথে দেখা সাক্ষাত শেষ করে তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। দরজার কাছে পৌঁছে তিনি দেখতে পেলেন লোক দুইটি (এখনো) গল্পে মেতে আছে। তারা যখন দেখলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে গেলেন, তখন তারা উভয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বেরিয়ে গেলো। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, লোক দুইটি চলে গেছে এ ব্যাপারে আমিই তাঁকে প্রথমে খবর দিলাম না তার কাছে প্রথমে অহী নাযিল হলো তা আমি জানি না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন। আমিও তার সাথে ফিরলাম। তিনি যখন দরজার চৌকান্ধে পা রাখলেন তখন আমার ও তার মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। আল্লাহ তা’আলা সেই সময় এই আয়াত নাযিল করলেন : “লা তাদখুলু বুযুতান নাবীয়ী ইল্লা আই ইউযানা লাকুম...” তোমাদেরকে অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা নবীর গৃহে প্রবেশ করো না।...”

وَقَدْ شَأْنُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
 ح وَحَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ حَيَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا بِهِزْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
 الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا أَنَسٌ قَالَ صَارَتْ صَفِيَّةٌ لَدِحِيَّةً فِي مَقْسَمِهِ وَجَعَلُوا يَمْدَحُونَهَا
 عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيَقُولُونَ مَا رَأَيْنَا فِي السَّبْيِ مِثْلَهَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَى دَحِيَّةَ
 فَأَعْطَاهُ بِهَا مَا أَرَادَ ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَى أُمِّي فَقَالَ أَصْلَحِيهَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِنْ خَيْرٍ حَتَّى إِذَا جَعَلَهَا فِي ظَهْرِهِ نَزَلَ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَيْهَا الثُّبَّةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيَأْتِنَا بِهِ قَالَ لَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ
 بِفَضْلِ التَّمْرِ وَفَضْلِ السَّوِيقِ حَتَّى جَعَلُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا حِينَ سَا جَعَلُوا يَا كَلُونِ مِنْ ذَلِكَ
 الْحَنِيَسِ وَيَشْرِبُونَ مِنْ حِيَاضٍ إِلَى جَنِبِهِمْ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةً
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى إِذَا رَأَيْنَا جُدْرَ الْمَدِينَةِ هَشَشْنَا إِلَيْهَا
 فَرَفَعْنَا مَطِينًا وَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطِيئَهُ قَالَ وَصَفِيَّةٌ خَلْفَهُ قَدْ أَرَدَفَهَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَعَثَرَتْ مَطِيئَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصُرِعَ
 وَصُرِعَتْ قَالَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهَا حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسْتَرَهَا قَالَ فَاتَيْنَاهُ فَقَالَ لَمْ نُضَرَّ قَالَ فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ جَوَارِي نِسَائِهِ
 يَتَرَايْنَهَا وَيَشْتَمْنَ بِصُرْعَتِهَا

৩৩৬৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : (খাইবার যুদ্ধের বন্দিীদের মধ্য থেকে) সাফিয়া (রা) দেহইয়া (কালবী)-র অংশে পড়লো। সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তার (সাফিয়া) প্রশংসা করতে লাগল। আনাস (রা) বলেন, তারা বললো, যুদ্ধের বন্দিীদের মধ্যে তার মত আর কাকেও দেখলাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেহইয়া কালবীর কাছে লোক পাঠালেন এবং বিনিময়ে সে যা চাইলো তাকে তা দিয়ে দিলেন। অতঃপর সাফিয়াকে আমার মা উম্মু

সুলাইমের কাছে দিয়ে বললেন : তাকে সাজগোছ করে দাও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার থেকে রওয়ানা হলেন এবং খাইবার পিছনে ফেলে এসে এক জায়গায় (কাফেলাসহ) অবতরণ করলেন এবং সাফিয়ার জন্য একটি তাঁবু খাটালেন। সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কারো কাছে অতিরিক্ত খাবার থাকলে তা নিয়ে আস। আনাস (রা) বলেন, (কথা শুনে) কেউ তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেজুর নিয়ে হাজির হলো, আবার কেউ ছাতু নিয়ে হাজির হলো। অবশেষে তা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ‘হাইস’ তৈরী করা হলো। অতঃপর লোকজন এই ‘হাইস’ খেতে এবং পার্শ্ববর্তী একটি জলাশয়ের বৃষ্টির পানি পান করতে থাকলো। আনাস (রা) বলেন : এটাই ছিলো সাফিয়ার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ‘ওয়ালিমা’ (বউভাত)। আনাস (রা) বর্ণনা করেন : অতঃপর আমরা সেখান থেকে যাত্রা করলাম। মদীনার নগর প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হলে আমরা তার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়ে আমাদের সওয়ারীগুলোকে দ্রুত হাঁকালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সওয়ারীকে দ্রুত হাঁকালেন। আনাস বলেন, সাফিয়াকে তিনি নিজের পিছনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। আনাস বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারী হোঁচট খেলে তিনি সওয়ারী থেকে পড়ে গেলেন। সাফিয়াও সওয়ারী থেকে পড়ে গেলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোন লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে কিংবা সাফিয়ার দিকে তাকালো না। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে সাফিয়াকে আড়াল করলেন। আনাস বলেন, এরপর আমরা তার কাছে গেলে তিনি বললেন : আমরা কোন কষ্ট পাইনি। অতঃপর আমরা মদীনায প্রবেশ করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী মেয়েরা বেরিয়ে এসে সাফিয়াকে দেখতে থাকলো এবং পড়ার জন্য তাঁকে ভৎসনা করলো।

অনুচ্ছেদ : ১৫

যয়নাব বিনতে জাহাশের বিয়ের বিবরণ, পর্দার হুকুম নাযিল হওয়া এবং বিয়ের ওয়ালিমা বা বউভাতের ব্যবস্থা শরীয়ত সম্মত হওয়া।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا بَرْزُحٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو
النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ جَمِيعًا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ وَهَذَا
حَدِيثُ بَرْزٍ قَالَ لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزَيْدٍ فَاذْكُرْهَا
عَلَى قَالَ فَانْطَلَقَ زَيْدٌ حَتَّى أَتَاهَا وَهِيَ تُخْمَرُ عَجِينَهَا قَالَ فَلَبَّأَ رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي حَتَّى

مَا اسْتَطِيعُ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَهَا فَوَلَّيْتُهَا ظَهْرِي وَنَكَصْتُ عَلَى عَقْبِي فَقُلْتُ يَا زَيْنَبُ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُكَ قَالَتْ مَا أَنَا بِصَانَعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي فَقَلَلْتُ إِلَى مَسْجِدِهَا وَنَزَلَ الْقُرْآنُ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ قَالَ فَقَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ حِينَ أَمَدَّ النَّهَارُ نَفْرَجَ النَّاسُ وَبَقِيَ رَجُلَانِ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ بَعْدَ الطَّعَامِ نَفْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَجَعَلَ يَتَّبِعُ حُجْرَ نِسَائِهِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُقَلِّنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ قَالَ فَمَا أَدْرَى أَنَا أَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ قَدْ خَرَجُوا أَوْ أَخْبَرَنِي قَالَ فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ فَذَهَبَتْ. أَدْخُلُ مَعَهُ فَأَلْقَى السَّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَنَزَلَ الْحِجَابُ قَالَ وَوَعِظَ الْقَوْمَ بِمَا وَعَظُوا بِهِ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي حَدِيثِهِ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

৩৩৬৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। (ইমাম মুসলিম বলেন), এটা অধস্তন রাবী বাহ্য বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন : যাকে কতৃক তালাক প্রদানের পর যয়নাব বিনতে জাহাশের 'ইদত' পূর্ণ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে বললেন : তাকে গিয়ে আমার কথা বলা অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব দাও। আনাস বলেন, যাকে (রা) তার কাছে গেলেন। যয়নাব (রা) সে সময় আটার খামীর তৈরী করছিলেন। যাকে (রা) বলেন, যয়নাবকে দেখে আমার কাছে তাকে খুব গুরুগম্ভীর ও মর্যাদাসম্পন্ন মনে হলো। কেননা, খোদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই আমি তাঁর দিকে তাকানো পারলাম না। আমি পিঠ ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, হে যয়নাব! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। যয়নাব (রা) বললেন : আমি আমার প্রভুর সাথে পরামর্শ (ইসতেখারা) করা ছাড়া কিছু করতে পারি না। তিনি তখনই উঠে তাঁর নামাযের স্থানে গেলেন। এদিকে এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত নাখিল হলো। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বিনা অনুমতিতেই যয়নাবের কাছে গেলেন। সাবিত (রা) বলেন, আনাস (রা) বর্ণনা করেন : বেশ বেলা হলে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সবাইকে রুটি এবং গোশত খাওয়ালেন। এরপর সব লোকজন চলে গেলো। কিন্তু কিছু লোক খাওয়া-দাওয়ার পরও ঘরে বসে গল্প-গুজব করতে থাকলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে গেলেন। আমিও তাঁর পিছনে পিছনে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়ে তাদেরকে সালাম দিতে থাকলেন। তাঁরাও বলছিলেন : হে আল্লাহর রাসূল, আপনার (নতুন) স্ত্রী কেমন হলো? আনাস (লা) বলেন, আমি জানি না এরপর আমিই প্রথমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লোকদের চলে যাওয়ার খবর দিলাম নাকি (অধস্তন রাবীর সন্দেহ) তিনিই আমাকে খবর দিলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও পিছনে পিছনে গিয়ে প্রবেশ করতে গেলাম। তিনি পর্দা টেনে আমার ও তাঁর মাঝে আড়াল করে দিলেন। এর পর পরই পর্দার আদেশ সম্বলিত অহী নাযিল হলো। তাকে যেভাবে উপদেশ দান ও আদেশ করার ছিলো তা করা হলো।

মুহাম্মাদ ইবনে রাফে' তার বর্ণিত হাদীসে নিম্নলিখিত আয়াতও উল্লেখ করেছেন : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়োনা এবং এসে খাওয়ার অপেক্ষায়ও বসে থেকোনা। তবে তোমাদের যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়, তবে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে সরে পড়, কথায় মশগুল হয়ে বসে থেকোনা। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু সে লজ্জায় কিছুই বলে না। আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেননা।” (সূরা আহযাব : ৫৩)

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّيِّعِ الرَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ فَضِيلُ بْنُ حُسَيْنٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ «وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كَامِلٍ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً

৩৩৬৭। আনাস থেকে বর্ণিত (আরেক বর্ণনায় আবু কামেল বলেছেন, আমি আনাসকে বলতে শুনেছি)। তিনি বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেভাবে তার স্ত্রী যয়নাবের ওয়ালিমা করতে দেখেছি এইভাবে আর কোন স্ত্রীর ওয়ালিমা করতে দেখিনি। যয়নাবের ওয়ালিমায় তিনি একটি বকরী জবাই করেছিলেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَمُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ «وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ» حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَاتِيِّ بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكُوهُ

৩৩৬৮। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইবনে মালিককে (রা) বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী যয়নাব বিনতে জাহাশের ওয়ালিমা যেভাবে করেছেন তার চাইতে উত্তম বা পরিমাণে অধিক খাদ্য দিয়ে তাঁর আর কোন স্ত্রীর ওয়ালিমা করেননি। রাবী সাবিত বুনাঈ আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী ধরনের খাবার দ্বারা যয়নাবের ওয়ালিমা করেছিলেন? আনাস ইবনে মালিক বললেন : প্রচুর পরিমাণে রুটি ও গোশত দিয়ে— যা লোকেরা ভৃগু সহকারে খেয়েছিলো।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ وَعَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّمِيمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى كُلُّهُمْ عَنْ مُعْتَمِرٍ «وَاللَّفْظُ لَابْنِ حَبِيبٍ» حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَاسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مِنْ قَامٍ مِنَ الْقَوْمِ زَادَ عَاصِمٌ وَأَبْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى فِي حَدِيثِهِمَا قَالَ فَقَعَدَ ثَلَاثَةً وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَادَّا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَخُتْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا قَالَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ أَدْخَلَ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهُ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

৩৩৬৯। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করে লোকজনকে ওয়ালিমার (বিবাহ ভোজে)

দাওয়াত দিলেন। লোকজন এসে খাওয়া-দাওয়ার পর বসে গল্প শুরু করলো। আনাস (রা) বলেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখালেন তিনি যেন উঠে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু লোকজনের কেউ-ই উঠলো না। তা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন। তিনি উঠে দাঁড়ালে লোকজন উঠে দাঁড়ালো। আসেম ও ইবনে আবদুল আ'লার বর্ণনায় আছে, আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন, এরপরও তিন ব্যক্তি বসে গল্প করতে থাকলো। এ সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশ করার জন্য আসলেন। কিন্তু দেখলেন লোকজন তখনও বসে আছে। এরপর তারা উঠে চলে গেলো। আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেছেন : আমি তখন এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম যে, তারা চলে গেছে। আনাস বলেন, এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমিও তার সাথে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলাম। ঠিক এমন সময় তিনি আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। আনাস বর্ণনা করেছেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন :

“হে ঈমানদারগণ! অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করো না এবং এসে খাওয়ার অপেক্ষায় বসে থেকোনা। বরং যখন তোমাদের দাওয়াত দেয়া হয় তখন প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষ হলে গল্পে মেতে না থেকে সরে পড়ো। তোমাদের এই আচরণে নবীর কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি তোমাদের তা বলতে লজ্জাবোধ করেন। তবে আল্লাহ তা'আলা ইক কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। আর যখন তোমরা তাদের (নবীর স্ত্রীদের) কাছে কোন কিছু চাইবে, তা পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তাদের ও তোমাদের মনের জন্য পবিত্রতম ব্যবস্থা। আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেওয়া তোমাদের জন্য উচিত নয়। আর নবীর অবর্তমানে তাদের স্ত্রীদেরও বিয়ে করবে না। এ ধরনের কাজ আল্লাহর কাছে খুব মারাত্মক গোনাহ।”

وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ
أَبْنُ شِهَابٍ إِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ لَقَدْ كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي
عَنْهُ قَالَ أَنَسُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ
وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَيَّ
فَشَيْتَ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ

فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ حُجْرَةَ عَائِشَةَ فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ
قَدْ قَامُوا فَضْرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسُّتْرِ وَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ

৩৩৭০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : পর্দা সংক্রান্ত বিষয়টি আমি সবার চেয়ে অধিক ভাল জানি। উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করেন। যয়নাব বিনতে জাহাশের বর হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেন। আনাস (রা) বলেন, তিনি মদীনায (হিজরত করার পর) যয়নাবকে বিয়ে করেন। (বিয়ের পরদিন) কিছু বেলা হলে তিনি খাওয়ার জন্য লোকজনকে ডাকলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর লোকজন উঠে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন। কিছু সংখ্যক লোকও তার সাথে বসলেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে হাঁটতে থাকলেন। আমিও তাঁর সাথে হাঁটতে থাকলাম। তিনি আয়েশার ঘরের দরজায় পৌঁছে মনে করলেন, লোকজন হয়তো চলে গেছে। তাই তিনি ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে ফিরে আসলাম। কিন্তু তারা তখনও যার যার জায়গায় বসে ছিলো। তাই তিনি দ্বিতীয়বার ফিরে গেলেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে গেলাম। এবারও তিনি আয়েশার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে আবার ফিরে আসলেন। আমিও তাঁর সাথে সাথে ফিরে আসলাম। তখন তারা সবাই উঠে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ও তাঁর মাঝে পর্দা টেনে দিলেন। এরপরই হিযাবের (পর্দার) আয়াত নাযিল হলো।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا

جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا جَعَلَتْهُ فِي تَوْرٍ فَقَالَتْ يَا أَنَسُ أَذْهَبَ بِهَذَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ بَعَثَ بِهَذَا إِلَيْكَ أُمِّي وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذَهَبَتْ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنْ قَلِيلٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ أَذْهَبَ فَادْعُ لِي فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيتَ وَسَمِي رَجُلًا قَالَ فَدَعَوْتُ مَنْ سَمِي وَمَنْ لَقِيتُ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ عَدَدَ كَمَا كُنَّا قَالَ زُهَاهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْنَسُ هَاتِ التَّوْرَ قَالَ فَدَخَلُوا حَتَّى اتَّلاَتِ الصُّفَّةَ وَالْحُجْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَحَلَّقَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ وَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ قَالَ فَأَكْلُوا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ حَتَّى أَكَلُوا كُلُّهُمْ فَقَالَ لِي يَأْنَسُ أَرْفَعُ قَالَ فَرَفَعْتُ فَمَا أَدْرَى حِينَ وَضَعْتُ كَانَ أَكْثَرُ أَمْ حِينَ رَفَعْتُ قَالَ وَجَلَسَ طَوَائِفُ مِنْهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَزَوْجَتُهُ مُوَلِّيَةٌ وَجْهَهَا إِلَى الْخَائِطِ فَتَقَلُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَجَعَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ تَقَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَدَرُوا الْبَابَ فَخَرَجُوا كُلُّهُمْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَرَخَى السِّتْرَ وَدَخَلَ وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْحُجْرَةِ فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خَرَجَ عَلَى وَأَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَاكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ الْجَعْدُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَا أَحَدْتُ النَّاسَ عَهْدًا بِهِ هَذِهِ الْآيَاتُ وَحُجِبَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩৭১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করলেন এবং স্ত্রীর কাছে গেলেন। আনাস (রা) বলেন, আমার মা উম্মু সুলাইম (রা) কিছু ‘হাইস’ (হালুয়া) তৈরী করে একটি পাত্রে করে আমাকে বললেন, হে আনাস তুমি এগুলি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বলো : “আমার মা এগুলো আপনার কাছে উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাকে সালাম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন : হে আল্লাহর রাসূল! এটা আমাদের পক্ষ থেকে আপনার জন্য সামান্য উপহার।” আনাস (রা) বলেন, আমি সেগুলি নিয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলাম এবং বললাম : আমার মা আপনাকে সালাম বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের পক্ষ থেকে এগুলো আপনার জন্য নগণ্য তোহ্ফা।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ঠিক আছে রাখো। এরপর তিনি বললেন : তুমি গিয়ে আমার পক্ষ থেকে অমুক, অমুক ও অমুককে এবং আর যার সাথে তোমার সাক্ষাত হয় ডেকে আনবে। সাথে সাথে তিনি কিছু সংখ্যক লোকের নামও বললেন।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের নাম উল্লেখ করলেন আমি তাদের ডাকলাম এবং আমার সাথে যাদের সাক্ষাত হলো তাদেরও ডাকলাম। হাদীস বর্ণনাকারী আবু উসমান বলেন, আমি আনাসকে বললাম, আমন্ত্রিতদের সংখ্যা কত ছিল? আনাস বললেন : প্রায় তিনশ’। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হাইসের পাত্র নিয়ে আস। এরপর সবাই প্রবেশ করলে বাইরের বৈঠকখানা ও কামরা লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দশজন দশজন করে যেন গোল হয়ে বসে এবং প্রত্যেকে যেন নিজের নিকটবর্তী খাদ্য থেকে খেতে শুরু করে। আনাস (রা) বলেন, (এভাবে) সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলো। খাওয়ার পর একদল বের হয়ে যাচ্ছিলো এবং অন্য দল প্রবেশ করছিলো। এভাবে সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন : হে আনাস, পাত্রটি উঠিয়ে নাও। আমি তা উঠিয়ে নিলাম। তবে আমি বুঝতে পারলাম না— যখন আমি তা রেখেছিলাম তখন কি তাতে বেশী খাবার ছিলো, না যখন উঠিয়ে নিলাম তখন তাতে বেশী খাবার ছিলো? আনাস বলেন, (খাওয়া-দাওয়ার পর) একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে বসে কথাবার্তা ও আলাপচারিতায় মশগুল হল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বসে ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী (যয়নাব) ঘরের দেয়ালের দিকে মুখ করে বসেছিলেন। তাদের এ কাজ (আলাপচারিতা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠলে তিনি বের হয়ে তার স্ত্রীদের কাছে গেলেন এবং তাদের সালাম করলেন, অতঃপর লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরে আসতে দেখলো এবং বুঝতে পারলো, তারা তাঁকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে, তখন তারা দ্রুত উঠে দরজার দিকে ধাবিত হলো এবং সবাই বের হয়ে চলে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পর্দা লটকিয়ে দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমি কামরার মধ্যেই বসে থাকলাম। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার আমার কাছে বেরিয়ে আসলেন। তার কাছে তখন অহী নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে লোকদেরকে এ আয়াতগুলো পাঠ করে শোনালেন :

“হে ঈমানদারগণ, অনুমতি ছাড়া নবীর ঘরে প্রবেশ করো না কিংবা খাওয়ার জন্যও অপেক্ষা করোনা। তবে যদি খাওয়ার জন্য তোমাদের ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই

আসবে। কিন্তু খাওয়ার পরে ছড়িয়ে পড়বে (যার যার কাজে)। আলাপে মেতে থেকো না। তোমাদের এই আচরণে নবীর কষ্ট হয়। কিন্তু তিনি লজ্জার কারণে কিছু বলেন না। আর আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা পান না। নবীর স্ত্রীদের কাছে তোমাদের যদি কোন জিনিস চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য অতীব উত্তম ব্যবস্থা। রাসূলকে কষ্ট দেয়া কিংবা তাঁর (ইনতিকালের) পরে তাঁর স্ত্রীদের বিয়ে করা তোমাদের জন্য কখনো জায়েয নয়। এটা আল্লাহ তাআলার কাছে অতি বড় গোনাহ। (সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৫৩) রাবী জা'দ বর্ণনা করেছেন, আনাস বলেছেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আমিই সর্বপ্রথম শুনেছি। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ পর্দা করতে লাগলেন।

টীকা : উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিয়েতে ওয়ালিমা বা বিবাহভোজের ব্যবস্থা করতেন। সুতরাং তাঁর আমল অনুসারেই বিবাহ-ভোজের আয়োজন করা সুন্নাত। আরো জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত শরিফ এবং নব্ব্বশ্ভাব সম্পন্ন ছিলেন। খাওয়ার পর লোকজন বসে বসে গল্প করতে শুরু করলে তা তাঁর জন্য পীড়াদায়ক হয়েছে। কিন্তু নম্রতা ও লজ্জাশীলতার কারণে তিনি তা প্রকাশ পর্যন্ত করেননি। তৃতীয়তঃ এক প্লেট 'হাইস' বা মালীদা প্রায় তিনশত লোক খাওয়ানোর পরও তা বেঁচে গিয়েছিল। এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা প্রকাশ্য মুজিযা। পার্থিব কোন কার্যকারণ বা যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা করা যায় না।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ أَهَدَتْ لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ حَبَسًا فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَقَالَ أَنَسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْهَبَ فَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَدَعَوْتُ لَهُ مَنْ لَقِيتُ فَجَعَلُوا يَدْخُلُونَ عَلَيْهِ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ وَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ فَدَعَا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَلَمْ أَدْعُ أَحَدًا لِقِيَّتِهِ إِلَّا دَعَوْتُهُ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَخَرَجُوا وَبَقِيَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَطَالُوا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحْيِي مِنْهُمْ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ شَيْئًا فَنَجَرَ وَتَرَكَهُمْ فِي الْبَيْتِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنَّهُ قَالَ قَتَادَةُ غَيْرِ مُتَحَيِّينَ طَعَامًا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا حَتَّى بَلَغَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقَابِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ

৩৩৭২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নাবকে বিয়ে করলেন। (আনাসের মা) উম্মু সুলাইম (রা) কিছু হাইস তৈরী করে একটি পাথরের পাত্রে হাদিয়া হিসেবে তাঁর কাছে পাঠালেন। আনাস (রা) বর্ণনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি যাও। যে কোন মুসলমানের সাথে তোমার দেখা হবে তাকেই আমার পক্ষ থেকে দাওয়াত দেবে। আনাস (রা) বলেন, যার সাথে আমার দেখা হলো তাকেই আমি দাওয়াত দিলাম। তারা এসে প্রবেশ করতে এবং খেয়ে বের হয়ে যেতে শুরু করলো। এই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবারের ওপর হাত রেখে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা মাফিক বরকতের জন্য দু'আ করলেন। আনাস (রা) বলেন : যার সাথে আমার সাক্ষাত হলো আমি তাকেই দাওয়াত দিলাম, একজনকেও বাদ রাখলাম না। তারা সবাই তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে গেল। কিন্তু একদল লোক বসে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলতে থাকলো। তাদেরকে কিছু বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লজ্জাবোধ করছিলেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে বাড়ীতে রেখে বের হয়ে গেলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন :

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অনুমতি ছাড়া নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। কিংবা খাওয়ার সময়ের জন্যও অপেক্ষা করো না তবে যদি খাওয়ার জন্য ডাকা হয় তাহলে অবশ্যই প্রবেশ করবে এবং খাওয়ার পর যার যার কাজে ছড়িয়ে পড়বে। কথাবার্তায় নিমগ্ন হয়ে বসে থাকবে না। তোমাদের এই আচরণে নবীর কষ্ট হয়। কিন্তু লজ্জাবোধের কারণে তিনি কিছু বলেন না। তবে আল্লাহ হক কথা বলতে লজ্জা পান না। আর যদি নবীর স্ত্রীদের কাছে তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার আড়াল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের মনের পবিত্রতার জন্য উত্তম ব্যবস্থা।” (সূরা আল-আহযাব, আয়াত-৫৩)

অনুচ্ছেদ : ১৬

দাওয়াতকারীর দাওয়াত গ্রহণ করার নির্দেশ।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَأْتِهَا

৩৩৭৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাউকে যদি ওয়ালিমার (বউভর্তি) অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে সে যেন দাওয়াত কবুল করে।

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَلْيَجِبْ قَالَ خَالِدٌ فَإِذَا عُبِدَ اللَّهُ يُزَلُّهُ عَلَى الْعُرْسِ

৩৩৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কাউকে যদি ওয়ালিমার দাওয়াত দেয়া হয় তাহলে সে যেন তা কবুল করে। বর্ণনাকারী খালেদ বলেছেন : উবায়দুল্লাহ ওয়ালিমার দাওয়াত বলতে বিবাহভোজের দাওয়াত বুঝাতেন।

و حَدَّثَنَا ابْنُ مُيَزٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ عُرْسٍ فَلْيَجِبْ

৩৩৭৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কাউকে বিয়ের ওয়ালিমা বা বিবাহভোজের দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।

و حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

৩৩৭৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়া হলে সেখানে হাজির হও।

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجِبْ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

৩৩৭৭। নাফে' থেকে বর্ণিত। ইবনে উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করতেন : তোমাদের কেউ তার কোন মুসলমান ভাইকে দাওয়াত দিলে তা বিয়ের দাওয়াত হোক বা অনুরূপ কোন দাওয়াত হোক সে যেন তা গ্রহণ করে।

و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ أَوْ نَحْوِهَا فَلْيُجِبْ

৩৩৭৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাউকে বিয়ের ওয়ালিমা বা অনুরূপ কিছু দাওয়াত দেয়া হলে সে যেন তা কবুল করে।

وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ

৩৩৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়া হলে তাতে হাজির হও।

وَحَدَّثَنِي هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ

مُحَمَّدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ
ابْنَ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ

৩৩৮০। নাফে' থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমারকে (রা) বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এসব দাওয়াতে যখনই তোমাদের ডাকা হয় সাড়া দাও। বর্ণনাকারী নাফে' বলেন : বিয়ের দাওয়াত বা বিয়ে ছাড়া অন্য কোন দাওয়াত যাই হোক না কেন আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাতে হাজির হতেন, এমনকি তিনি রোযাদার হলেও।

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا

৩৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদেরকে যদি বকরীর পায়ের খুরের জন্যও দাওয়াত দেয়া হয় তাও কবুল করো।

টীকা : বর্ণিত হাদীসের সারমর্ম হলো, দাওয়াতকারী যদি অতি নগণ্য কোন খাবার প্রস্তুত করেও দাওয়াত দেয় তাহলেও তা কবুল করতে হবে। কোন প্রকার ঘৃণা, অবজ্ঞা বা তুচ্ছ তামিহা করে তা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। এটাই হবে প্রকৃত মুসলমানের আচরণ।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ

مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ
طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى طَعَامٍ

৩৩৮২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কাউকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হলে তাতে তার সাড়া দেয়া কর্তব্য। অতঃপর তার ইচ্ছা হলে খাবে অন্যথায় খাবে না। ইবনে মুসান্না তার বর্ণনায় “ইলা তা’আমিন” কথাটি উল্লেখ করেননি।

وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

৩৩৮৩। ইবনে নুমাইর আবু আসেম, ইবনে জুরাইজ ও আবু যুবায়েরের মাধ্যমে একই (উপরের বর্ণিত) সনদে উল্লেখিত হাদীসের অনুরূপ বিষয় সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ

ابْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيُطْعَمْ

৩৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কাউকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হলে সে যদি রোযাদার হয় তাহলে (দাওয়াতকারীর জন্য) দু’আ করবে। আর রোযাদার না হলে খাওয়ায় শরীক হবে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ
كَانَ يَقُولُ بَنَسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيَّةِ يَدْعَى إِلَيْهِ الْاَغْنِيَاءُ وَيَتْرُكُ الْمَسَاكِينَ فَمَنْ لَمْ يَأْتِ
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

৩৩৮৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, যে বিবাহভোজে কেবল ধনীদেব দাওয়াত দেয়া হয় এবং গরীবদের বাদ রাখা হয় ঐ বিবাহভোজের খানা

সবচাইতে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া সম্বন্ধে তাতে সাড়া দেয় না সে আল্লাহ ও রাসুলের অবাধ্যতা করে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ

يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ فَضَحَكَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ قَالَ سُفْيَانُ وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا فَأَوْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ رِيْرَةَ يَقُولُ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ

حَدِيثِ مَالِكٍ

৩৩৮৬। ইবনে আবু উমার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : সুফিয়ান আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমি যুহরীকে বললাম : হে বাকরের পিতা এটা আবার কেমন হাদীস, “ধনীদেব খাবার নিকৃষ্ট খাবার?” সুফিয়ান বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাই এই হাদীস শুনে আমি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। সুতরাং হাদীসটি সম্পর্কে আমি যুহরীর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, আবদুর রাহমান আরাজ আমাকে বলেছেন, তিনি আবু হুরায়রাহকে বলতে শুনেছেন : “ওয়ালিমার খানা সবচাইতে নিকৃষ্ট খাবার।” হাদীসের অবশিষ্ট অংশ মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ نَحْوُ حَدِيثِ مَالِكٍ

৩৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নিকৃষ্ট খাবার হলো- ওয়ালিমার খাবার। অতঃপর মালিক বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ ذَلِكَ

৩৩৮৮। ইবনে আবু উমার সুফিয়ান, আবু যানাদ ও আরাজের মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ

سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ

الْوَلِيَّةِ يَمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مِنْ أَبَائِهَا وَمَنْ لَمْ يَجِبِ الدَّعْوَةُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

৩৩৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কেউ আসতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হয় এবং যে আসতে অস্বীকার করে তাকে আসার জন্য দাওয়াত দেয়া হয় এই রকম ওয়ালিমা সবচেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি দাওয়াতে আসে না সে মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ এবং তার রাসূলের নাফরমানী করে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তার তালাকদাতা স্বামীর জন্য হালাল নয়। তবে সে যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং এই শেখোক্ত স্বামী তার সাথে সহবাস করার পরে তালাক দেয় এবং সে ইচ্ছত পালন করে তখন আবার সে পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْرِ وَإِنْ مَامَعَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثُّوبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَادَّى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রিফা'আর স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন : আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু রিফা'আ আমাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে। পরে আমি আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়েরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি। তবে তার সাথে যা আছে তা কাপড়ের পুটলির মত ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন : তুমি কি তাহলে রিফা'আর কাছে পুনরায় ফিরে যেতে চাও? কিন্তু যতক্ষণ তুমি তার মধু পান না করছো এবং সে তোমার মধু পান না করছে ততক্ষণ তা হবে না। আয়েশা (রা) বলেন, ঐ সময় আবু বাকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলেন এবং খালেদ ইবনে সাঈদ দরজায় দাঁড়িয়ে (প্রবেশের জন্য) অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি (খালিদ ইবনে সাঈদ) আবু বাকরকে ডেকে বললেন

ঃ হে আবু বাকর, তুমি কি শুনছো না এই মহিলাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রকাশ্যে কি বলছে?

টীকা : এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যতক্ষণ না অন্য কোন স্বামীগ্রহণ করবে এবং উক্ত স্বামী তার সাথে সহবাস করার পর স্বেচ্ছায় তাকে তালাক না দেবে এবং সে 'ইদত' পালন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তালাকদাতা প্রথম স্বামীর সাথে সে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। অর্থাৎ স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহলে সেই স্ত্রী 'ইদত' পালন করবে। এরপর অন্য একজন পুরুষকে বিয়ে করবে। তার সাথে যৌনমিলন হবে। এরপর দ্বিতীয় স্বামী কোন কারণে যদি তাকে তালাক প্রদান করে তাহলে সে আবার 'ইদত' পালন করবে এবং এরপরই কেবল প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এর অর্থ এ নয় যে, প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য কোন পাতানো বিয়ে করবে এবং চুক্তিমত সে তালাক দিলে স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাবে। এই ধরনের হিলা করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। যারা এ ধরনের কাজ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লা'নত করেছেন। এক্ষেত্রে সাহাবা, তাবেঈ এবং তাদের পরবর্তী সকল উলামা একমত যে, দ্বিতীয়বারে শুধু বিয়ের 'আকদ' হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং উক্ত স্বামীর সাথে যৌন মিলনও অবশ্যই হতে হবে।

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَةُ بْنُ يَحْيَى وَالْفُظُ حَرَمَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا وَقَالَ حَرَمَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّيْرَانِ عَائِشَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبِتَّ طَلَاقَهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّيْرِ فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّيْرِ وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَامَعَهُ إِلَّا مِثْلَ الْهُدْبَةِ وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرَجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَرَجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৩৯১। উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) তাকে জানিয়েছেন যে, রিফা'আ কুরাযী

(রা) তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে সে আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়েরকে বিয়ে করলো। এরপরে (একদিন) সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সে রিফা'আর স্ত্রী ছিল। কিন্তু রিফা'আ তাকে তিন তালাক দেওয়ার পর সে আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়েরকে বিয়ে করেছে। কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর শপথ তার (আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়ের) সাথে আছে কাপড়ের পুটলির মত একটা কিছু। এই কথা বলে সে তার চাদর দ্বারা পুটলি পাকাতে শুরু করলো। রাবী বলেন, তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন। অতঃপর বললেন, মনে হয় তুমি রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও। তবে তা হবে না, যতক্ষণ সে তোমার এবং তুমি তার স্বাদ গ্রহণ না করো। এই সময় আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসেছিলেন। আর খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনুল আস ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না পেয়ে ঘরের দরজায় অপেক্ষমান ছিলেন। একথা শুনে খালিদ ইবনে সাঈদ (রা) আবু বাক্রকে (রা) ডেকে বললেন, হে আবু বাক্র এ স্ত্রীলোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা প্রকাশ করছে সেজন্য এখনো কি আপনি ধমক দেবেন না?

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَرَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّيْرِ نَجَّاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ

৩৩৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রিফা'আ কুরাযী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে আবদুর রাহমান ইবনে যুবায়ের তাকে বিয়ে করলো। এরপর সে (রিফা'আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, রিফা'আ তাকে (আমাকে) তিন তালাকের শেষ তালাকটি পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছে।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইউনুস বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا

أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَرَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُطْلِقُهَا فَتَتَرَوَّجُ رَجُلًا فَيُطْلِقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَتَحِلُّ لِرِوَجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى يَنْوَقَ عُسَلَتَهَا

৩৩৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোককে বিয়ে করলো এবং পরে তাকে তালাক দিলো। মহিলাটি অপর একজন পুরুষকে বিয়ে করলো। কিন্তু সে তার সাথে সহবাস করার আগেই তাকে তালাক দিল। এ মহিলা কি তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : যতক্ষণ দ্বিতীয় স্বামী এই মহিলার সাথে সহবাস না করবে ততক্ষণ সে তার পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল হবে না।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضِيلٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

৩৩৯৪। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা, ইবনে ফুয়াইল, আবু কুরাইব, আবু মুআবিয়া থেকে হিশামের মাধ্যমে এই সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ

৩৩৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে অপর এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করলো এবং সহবাস করার পূর্বেই আবার তালাক দিল। এখন প্রথম স্বামী তাকে আবার বিয়ে করতে চায়। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : প্রথম স্বামী যেভাবে তার স্বাদ গ্রহণ করেছে দ্বিতীয় স্বামী সেভাবে তার স্বাদ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তা হবে না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ

৩৩৯৬। উবায়দুল্লাহ একই সনদে পূর্বের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৮

সহবাসের সময় কী দু'আ পড়বে।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ
مَا رَزَقْنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَقْدَرُ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا

৩৩৯৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে বলবে, “আল্লাহ্‌মা জান্নিবনাশ্ শাইতানা ও জান্নিবিশ্ শাইতানা মা রায়াকতানা।” অর্থাৎ “হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছো সে ব্যাপারে শয়তান থেকে আমাদেরকে দূরে রাখো এবং শয়তানকেও আমাদের থেকে দূরে রাখো।” এ সহবাসে তাদের মধ্যে যদি কোন সন্তান নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তাহলে শয়তান কখনো তার ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ بِمَعْنَى
حَدِيثِ جَرِيرٍ غَيْرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ بِاسْمِ اللَّهِ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ
الثَّوْرِيِّ بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مُمَيْرٍ قَالَ مَنْصُورٌ أَرَاهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ

৩৩৯৮। মানসূর থেকে এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে শু'বা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে ‘বিসমিল্লাহ’ উল্লেখ নেই। সাওরীর সূত্রে বর্ণিত আবদুর রাজ্জাকের হাদীসে ‘বিসমিল্লাহ’ উল্লেখ আছে। ইবনে নুমাইরের বর্ণনায় আছে, মানসূর বলেছেন, আমার মনে হয় জারীর ‘বিসমিল্লাহ’ উল্লেখ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৯

সম্মুখ দিক বা পিছন দিক থেকে স্ত্রীর যৌনাজ্ঞে মিলিত হওয়া জায়েয। কোন অবস্থায়ই পিছনের পথে (মলদ্বার) সংগম জায়েয নয় বরং হারাম।

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ،

قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَمْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرِثُكُمْ فَاتُّوا حَرِثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

৩৩৯৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা বলতো, স্বামী যদি পিছন দিক থেকে স্ত্রী সহবাস করে তাহলে সন্তান বাঁকাদৃষ্টি বা টেরাচক্ষু বিশিষ্ট হয়। এর পরিশ্রেক্ষিতে নাযিল হল :

“স্ত্রীরা তোমাদের ফসলের জমি স্বরূপ। সুতরাং সেখানে যেভাবে ইচ্ছা কৃষি কাজের জন্য যাও।”

টীকা : নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পায়খানার রাস্তায় স্ত্রী সহবাস হারাম। স্ত্রী হয়েযক্স হোক কিংবা পাক সাফ হোক কোন অবস্থায়ই পিছনের রাস্তায় সংগম করা বৈধ নয়। এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং অনেক হাদীসে এ ধরনের পুরুষদের লা'নত করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীসে বলা হয়েছে : “যে ব্যক্তি পিছনের রাস্তায় স্ত্রী সংগম করে তার প্রতি আদ্বাহর লা'নত বর্ষিত হয়।”

“যেভাবে ইচ্ছা তোমরা তোমাদের ফসলী জমিতে যাও” এ কথাটির অর্থ হলো, পিছনের দিক থেকে হোক, সামনের দিক থেকে হোক কিংবা অন্য কোনভাবে হোক সম্মুখের রাস্তায় যৌন মিলন হলে তা অবৈধ বা সন্তানের জন্য ক্ষতিকর নয়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُحَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ عَنْ أَبِي جَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَيْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبْرِهَا فِي قُبْلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ قَالَ فَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرِثُكُمْ فَاتُّوا حَرِثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

৩৪০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) ইহুদীরা বলতো, পিছন দিক থেকে (অর্থাৎ পিছন দিক থেকে সামনের রাস্তায়) স্ত্রী সহবাস করা হলে এবং তাতে সে গর্ভবতী হলে সন্তান বাঁকাদৃষ্টি বা টেরাচক্ষু বিশিষ্ট হয়ে থাকে। এ কথার কারণে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

“তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য ফসলের জমি স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলের জমিতে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর।”

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ

سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي
عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهْرُونَ
أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَأْبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الثَّعْمَانَ
أَبْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الثَّعْمَانِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِنْ شَاءَ مُجِيبَةٌ وَإِنْ شَاءَ غَيْرُ
مُجِيبَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِهَامٍ وَاحِدٍ

৩৪০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে অধ্যস্তন রাবীগণ এ সূত্রেও উপরের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। যুহরী থেকে নু'মান বর্ণিত হাদীসে এতটুকু অতিরিক্ত বলা হয়েছে যে, স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে উপুড় করে সহবাস করতে পারে আবার উপুড় না করেও সহবাস করতে পারে। তবে তা একটি মাত্র পথে হতে হবে এবং সেটি হলো সামনের পথে।

অনুচ্ছেদ : ২০

অসঙ্কট হয়ে স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে আলাদা বিছানায় রাত্রিযাপন স্ত্রীর জন্য হারাম।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَصْبِحَ

৩৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রী যখন স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাত্রিযাপন করে তখন ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে লা'নত করতে থাকে।

টীকা : এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হয়ে স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে আলাদা বিছানায় রাত্রি কাটানো স্ত্রীর জন্য হারাম। তবে কোন শরীয়ত সম্মত কারণ থাকলে তা স্বতন্ত্র কথা। হয়েছে অবস্থায়ও স্বামীর বিছানা থেকে স্বতন্ত্র থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هَذَا الْإِسْنَادُ وَقَالَ

৩৪০৩। ইয়াহইয়া ইবনে হাবীব খালেদ ইবনুল হারিসের মাধ্যমে শু'বা থেকে একই সনদে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি (হাস্তা তুসবিহা- 'ভোর পর্যন্ত' কথাটির পরিবর্তে) 'হাস্তা তারজিআ' ('ফিরে না আসা পর্যন্ত') কথাটি উল্লেখ করেছেন।

حَتَّى تَرْجِعَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو أَمْرَاتُهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْتِي عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا

৩৪০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলো কিন্তু সে (স্ত্রী) যদি আসতে অস্বীকার করে তাহলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন (আল্লাহ তা'আলা) তিনি তার (স্ত্রীর) প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لَهُ» حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كُلُّهُمْ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَاتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

৩৪০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করলে সে যদি না আসে আর এ কারণে স্বামী যদি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাহলে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতারা তার (স্ত্রীর) ওপর অভিসম্পাত করতে থাকে।

অনুচ্ছেদ : ২১

স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করা হারাম।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

৩৪০৬। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে নিকট ব্যক্তি হবে এমন একটি লোক যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ وَأَبُو كَرِيبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا وَقَالَ ابْنُ مُنِيرٍ إِنَّ أَعْظَمَ

৩৪০৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমানতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোন ব্যক্তির তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া এবং স্ত্রীও তার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া, (এবং এর খেয়ানত হচ্ছে) স্ত্রীর এই গোপনীয় ব্যাপার প্রকাশ করা।

টীকা : এসব হাদীস থেকে জানা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় যেসব কথাবার্তা হয় ও একে অপরের প্রতি যেসব প্রেমপূর্ণ আচরণ করে থাকে তা বাইরে অন্য পুরুষের কাছে প্রকাশ করা হারাম। এটাকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বড় আমানত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ এতে লজ্জা ও সন্ত্রমের দিকগুলো উন্মোচিত করা হয়। সমাজের কল্যাণের জন্যই ইসলাম এগুলোকে গোপন রাখতে চায়।

অনুচ্ছেদ : ২২

‘আযল’ সম্পর্কে শরীয়াতের হুকুম।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو صَرْمَةَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلَهُ أَبُو صَرْمَةَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الْعَزْلَ فَقَالَ نَعَمْ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ بَلَدٍ صُطْلِقَ فَسِينَا كَرَأَمِ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعَزْبَةُ وَرَغَبْنَا فِي الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعَزَلَ فَقُلْنَا نَفْعَلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا لَأَنْسَأَلَهُ فَالْتَمَسْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ خَلْقَ نَسَمَةٍ هِيَ كَأَنَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَتَكُونُ

৩৪০৮। ইবনে মুহাইরিয থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আবু সিরমা আবু সাঈদ খুদরীর (রা) কাছে গেলাম। আবু সিরমা আবু সাঈদ খুদরীকে (রা) লক্ষ্য করে বললেন, হে আবু সাঈদ, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘আযল’ সম্পর্কে কোন কিছু বলতে শুনেছেন? আবু সাঈদ খুদরী (রা) বললেন, হ্যাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বনু মুসতালিক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। এই যুদ্ধে আমরা আরবের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েদের বন্দী করলাম। আমরা দীর্ঘদিন স্ত্রী সাহচর্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। আমরা এসব বন্দী মেয়েদের বিনিময়ে (তাদের আত্মীয়-পরিজনদের নিকট থেকে) অর্থসম্পদ গ্রহণ করতেও আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। তাই আমরা এসব স্ত্রীলোকদের সাথে মিলিত হয়ে ‘আযল’ করতে মনস্থ করলাম (যাতে তারা গর্ভবতী না হয়)। এরপর আমরা চিন্তা করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে উপস্থিত। এই অবস্থায় আমরা ‘আযল’ করবো অথচ তাঁকে জিজ্ঞেস করবো না? তাই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : তোমরা যদি এরূপ না করো তাতেও কিছু যায় আসেনা। কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো প্রাণের সৃষ্টি হওয়ার সিদ্ধান্ত আল্লাহ করে রেখেছেন তা সৃষ্টি হবেই।

টীকা : আযল হলো, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় চরম মুহূর্তে পুরুষাংগ বের করে নিয়ে স্ত্রী-অংগের বাইরে বীর্ষপাত করা।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ مَوْلَى ابْنِ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَنَانًا مَوْسَى بْنَ عُبَيْدَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي مَعْنَى حَدِيثِ رِبْعَةَ غَيْرًا ۖ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
كَتَبَ مَنْ هُوَ خَالِقٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

৩৪০৯। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাশ্বান থেকে এই সনদে উপরের হাদীসের
অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তবে এই বর্ণনায় উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর তা'আলা যাদেরকে সৃষ্টি করবেন তাদের
সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ

أَبْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ أَصَبْنَا سَبَايَا فَكُنَّا نَعْرَلُ ثُمَّ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ مِمَّنْ نَسَمَةٍ
كَائِنَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ

৩৪১০। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কিছু যুদ্ধবন্দি
স্ত্রীলোক লাভ করলাম। আমরা তাদের সাথে আযল করতে চাইলাম। অতঃপর আমরা
এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাদের
বললেন : অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই তোমরা তা করতে পার, অবশ্যই
তোমরা তা করতে পার। কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো আত্মা জন্মগ্রহণ করবে (সিদ্ধান্ত হয়ে
আছে) তা অবশ্যই জন্মগ্রহণ করবে।

وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْظِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ

الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ مَعْبُدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ
لَا تَفْعَلُوا فَأَمَّا هُوَ الْقَدَرُ

৩৪১১। আনাস ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আমি মা'বাদ ইবনে সিরীনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি আযলের বিষয়টি আবু সাঈদ খুদরীর নিকটে শুনেছো? তিনি বললেন : হ্যাঁ। তিনি (আবু সাঈদ খুদরী) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যদি 'আযল' না করো তাতেও কোন ক্ষতি নেই। কেননা তা (কোন প্রাণীর সৃষ্টি হওয়া না হওয়া) তাকদীরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبِهِزْ قَالَُوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَزْلِ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ وَفِي رِوَايَةِ بِهِزٍ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَعَمْ

৩৪১২। একই সনদে আনাস ইবনে সিরীন অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : এরূপ ('আযল') না করাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। এটা তো তাকদীরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ، قَالَا حَدَّثَنَا

حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ مَسْعُودٍ رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْجَحْدَرِيِّ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَقَوْلُهُ لَا عَلَيْكُمْ أَقْرَبُ إِلَى النَّبِيِّ

৩৪১৩। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : এটা ('আযল') না করলেও তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ এটা (সন্তান জন্ম হওয়া না হওয়া) তাকদীরে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। (অধঃস্তন রাবী) মুহাম্মাদ বলেছেন : “তোমাদের কোন

ক্ষতি হবে না” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটি প্রায় নিষেধাজ্ঞা পর্যায়ের।

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ

أَبْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ فَرَدَّ الْحَدِيثَ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَاذَا كُنْتُمْ قَالُوا الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرْضَعُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ وَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأُمَةُ فَيُصِيبُ مِنْهَا وَيَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ مِنْهُ قَالَ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدَرُ قَالَ أَبُو عَوْنٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَكَانَ هَذَا زَجْرًا

৩৪১৪। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে ‘আযল’ সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন : ‘আযল’ আবার কি জিনিস? সবাই বললেন, কোন ব্যক্তির স্ত্রী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মা। সে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে কিন্তু এই সময় সে গর্ভবতী হোক তা সে পছন্দ করে না। কিংবা কোন ব্যক্তির স্ত্রীতদাসী আছে। সে তার সাথে মিলিত হয়। কিন্তু সে গর্ভবতী হোক তা সে পছন্দ করে না। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “তোমরা যদি এরূপ (‘আযল’) না করো তাতেও তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, যা হওয়ার তা তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।” ইবনে আওন বর্ণনা করেছেন, আমি হাদীসটি হাসান বসরীর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আল্লাহর শপথ : এটা ভরসনা। (অর্থাৎ আযল করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পসন্দ করেননি। তাই তিনি ধমকের সুরে কথা বলেছেন।

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ «يَعْنِي حَدِيثَ الْعَزْلِ» فَقَالَ إِنَّمَا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ

৩৪১৫। হাজ্জাজ ইবনে শায়ের সুলাইমান ইবনে হারব ও হাম্মাদ ইবনে যায়েদের মাধ্যমে ইবনে আওন থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আবদুর রাহমান ইবনে বিশ্র বর্ণিত 'আযলের' হাদীস ইবরাহীমের নিকট থেকে মুহাম্মাদের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন : আবদুর রাহমান ইবনে বিশ্র আমার নিকটও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا

هَشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ قُلْنَا لِأَبِي سَعِيدٍ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي الْعَزْلِ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ وَسَأَقُ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَى قَوْلِهِ الْقَدْرُ

৩৪১৬। মা'বাদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা আবু সাঈদ খুদরীকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'আযল' সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ ইবনে আওন বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ أَخْبَرَهُ وَقَالَ

عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قُرْعَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ذَكَرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللَّهُ خَالِقُهَا

৩৪১৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে 'আযল' সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন : কোন লোক এরূপ করবে কেন? (এ সূত্রে উল্লেখিত হাদীসে) তিনি এ কথা বলেননি যে, কোন লোক যেন এরূপ না করে। কারণ, এমন কোন প্রাণ সত্ত্বাধারী সৃষ্টি নাই যার স্রষ্টা আল্লাহ নন।

حَدَّثَنَا هُرُونُ

ابْنُ سَعِيدٍ الْإِنْبِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَمِعَهُ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعَهُ شَيْءٌ.

৩৪১৮। আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘আয়ল’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : সব পানি (ক্ৰী গৰ্ভে নিক্ষিপ্ত পুরুষের বীৰ্য) দ্বারাই সন্তান সৃষ্টি হয় না। আল্লাহ তা’আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন কোন কিছুই তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي عَلَى ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَثَلِهِ

৩৪১৯। আবু সাঈদ খুদরীর মাধ্যমে এ সূত্রেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ (পূর্বে বর্ণিত) হাদীস বর্ণনা করেছেন।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمَلَ فَقَالَ أَعَزَلَ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَأَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبَلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قَدَّرَ لَهَا

৩৪২০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে। সে আমাদের খেদমত করে এবং পানি এনে দেয়। আমি তার সাথে মিলিত হয়ে থাকি। তবে সে গর্ভবতী হোক তা আমি পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তার সাথে (সহবাসের সময়) ‘আয়ল’ করো। তবে তার তাকদীরে যা নির্দিষ্ট আছে তা অবশ্যই ঘটবে। কিছুদিন পর লোকটি পুনরায় এসে বললো, ক্রীতদাসীটি গর্ভবতী হয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে, তাকদীরে তার জন্য যা নির্দিষ্ট হয়েছে আছে তা অবশ্যই ঘটবে।

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

أَبْنُ عُمَرَ وَالْأَشْعَثِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً لِي وَأَنَا أَعْزَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَعَ شَيْئًا أَرَادَهُ اللَّهُ قَالَ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُنْتُ ذَكَرْتُهَا لَكَ حَمَلَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

৩৪২১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, আমার একটি ক্রীতদাসী আছে, আমি তার সাথে (সহবাসের সময়) ‘আযল’ করি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এতে আল্লাহর ইচ্ছার কোন কিছু বাধাপ্রাপ্ত হবে না। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন : কিছুদিন পর লোকটি এসে আবার বললো : হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে যে ক্রীতদাসীটির কথা বলেছিলাম, সে গর্ভধারণ করেছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। (অর্থাৎ আমি যা বলি তোমরা তা বিশ্বাস করবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে। আল্লাহর রাসূল কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলেন না)।

وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَسَّانَ قَاصٌّ أَهْلَ مَكَّةَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ عِيَّاضٍ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْحِيارِ الزُّوْفِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ

৩৪২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলো... হাদীসের অবশিষ্ট অংশ সুফিয়ান বর্ণিত হাদীসের সমার্থবোধক।

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ

أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ الْقُرْآنَ يَنْزِلُ زَادَ إِسْحَاقُ قَالَ سُفْيَانُ لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ

৩৪২৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা কুরআন নাযিল হওয়াকালীন সময়ে ‘আযল’ করতাম। ইসহাকের বর্ণনায় আরো আছে, সুফিয়ান বলেন, এটা যদি নিষিদ্ধ হওয়ার মত কোন ব্যাপার হতো তাহলে কুরআনই আমাদেরকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিত।

وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعِينَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَقَدْ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৪২৪। ‘আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহকে (রা) বলতে শুনেছি : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ‘আযল’ করতাম।

وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمُسَمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ «يَعْنِي

أَبْنُ هِشَامٍ» حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَ

৩৪২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে ‘আযল’ করতাম। এ খবর তাঁর কাছে পৌছলো। কিন্তু তিনি আমাদেরকে তা করতে নিষেধ করেননি।

অনুচ্ছেদ : ২৩

যুদ্ধে বন্দিদ্বী গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করা হারাম।

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ آتَى بِأَمْرَاءٍ مُجِجٍ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرُهُ كَيْفَ يُورَثُهُ
وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ كَيْفَ يَسْتَعْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ

৩৪২৬। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক তাঁবুর দরজায় একটি আসন্ন প্রসবা বন্দিনী মহিলাকে দেখে বললেন : হয়তো সে (তাঁবুর বাসিন্দা পুরুষ লোকটি) এই জ্বীলোকটির সাথে সহবাসের অভিপ্রায় পোষণ করে। সবাই বললো, হাঁ। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি তাকে (তাঁবুর বাসিন্দা পুরুষ লোকটিকে) এমন লা'নত করতে চাই যা কবর পর্যন্ত তার সাথে যাবে। এর গর্ভস্থ সন্তান কিভাবে তার উত্তরাধিকারী হবে যদি তা তার জন্য হালাল না হয়? সে কেমন করে তাকে খেদমতে লাগাবে যদি তা তার জন্য হালাল না হয়।

টীকা : যে মহিলা সম্পর্কে এ হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে সে ছিল একজন গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিনী। গর্ভবতী যুদ্ধ বন্দিণীর সাথে সহবাস করা হারাম। কেননা, ইসলামী শরীয়ত মতে ছয় মাস স্থায়ী গর্ভেও সন্তান জন্মলাভ করতে পারে। সুতরাং বন্দি হওয়ার পরে যদি এরূপ মহিলার সাথে সহবাস করা হয় এবং ছয়মাস পরেই তার গর্ভের শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে সন্তানের বংশ পরিচয় নির্ধারণের ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ থাকে। কারণ, বাচ্চাটি পূর্বকার কাফের স্বামীর ঔরসজাত না মুসলমানের ঔরসজাত তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এখন যদি বাচ্চাটি প্রকৃতই কাফেরের ঔরসজাত হয়ে থাকে এবং ছয়মাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করার কারণে মুসলমান ব্যক্তিটি তাকে তার সন্তান বলে দাবী করে তাহলে অন্যের সন্তানকে সে নিজের ঔরসজাত সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলো। এই সন্তান তার ঔরসজাত হয়েও তার সন্তান বলে পরিচিত হবে এবং তার উত্তরাধিকারী হবে। আবার যদি সন্তানটি প্রকৃতই মুসলমান ব্যক্তিটির হয়ে থাকে কিন্তু সন্তান জন্মের স্বাভাবিক সময় পরে ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে তাকে কাফেরের সন্তান বলে মনে করা হয় তাহলে নিজ সন্তানকে অন্যের সন্তান হিসেবে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো এবং তাকে স্নেহ-মমতা ও উত্তরাধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত করা হলো। এভাবে একটি শিশুর প্রতি অকল্পনীয় যুলুম করা হলো। ইসলাম এ অবস্থার অবসান ঘটাতে চায় এবং সন্তান কার সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে বলে। তাই মুসলমানদের হাতে কোন যুদ্ধ বন্দিনীকে গর্ভবতী মনে হলে তার সাথে সহবাস করা হারাম। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুর বাসিন্দা লোকটি সম্পর্কে বলেছিলেন : আমি তাকে এমন লা'নত দিতে মনস্থ করছি যা কবর পর্যন্ত তার সাথে যাবে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

৩৪২৭। শু'বা থেকে এ সনদে উপরের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৪

গীলা করা জায়েয অর্থাৎ দুধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সহবাস করা জায়েয এবং আয়ল করা মাকরুহ।

وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ

لَهُ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ
جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ
أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ
وَقَالَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا خَلْفٌ فَقَالَ عَنْ جُدَامَةَ الْأَسَدِيَّةِ وَالصَّحِيحُ مَا قَالَهُ يُحْيَى بِالدَّلَالِ،

৩৪২৮। জুদাসা বিনতে ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : আমি সংকল্প করেছিলাম যে ‘গীলা’ বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মায়ের সাথে সহবাস করতে নিষেধ করে দেবো। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, রোম ও পারস্যবাসীরা এরূপ করে কিন্তু তাতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না। ইমাম মুসলিম বলেন, ‘খাল্ফ’ এর বর্ণনায় ‘জুদাসা বিনতে আসাদিয়া’র পরিবর্তে ‘জুয়ামা বিনতে আসাদিয়া’ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ইয়াহইয়া বর্ণিত ‘জুদামা’ শব্দটিই সঠিক ও নির্ভুল।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهَبٍ أُخْتِ عِكَاثَةَ
قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى
عَنِ الْغِيلَةِ فَظَنَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَاذْهَبُوا يَغْلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا
ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ زَادَ عُبَيْدُ اللَّهِ
فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْمُقْرِئِ، وَهِيَ وَإِذَا الْمَوْؤَدَةُ سُئِلَتْ

৩৪২৯। উক্বাশা ইবনে ওয়াহাবের বোন জুদামা বিনতে ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি একদল লোকের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হলাম। তিনি তখন বলছিলেন : “আমি গীলা করতে নিষেধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, রোম ও পারস্যবাসীরা ‘গীলা’ করে কিন্তু এতে তাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।” এরপর লোকেরা তাঁকে ‘আযল’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : “এটাতো প্রচ্ছন্নভাবে হত্যা করা।” মুকরী থেকে উবায়দুল্লাহ যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি এতটুকু অধিক বর্ণনা করেছেন : “ওয়া

ইযাল্ মাউয়দাতু সুয়িলাত- যেদিন জীবন্ত প্রোথিত শিশু মেয়েদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে"- আয়াতের দিকে ইংগিত করা হয়েছে।

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِيزَبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرَ بِمَثَلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ الْغِيَالُ

৩৪৩০। আয়েশা (রা) জুদামা বিনতে ওয়াহাব আসাদিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জুদামা বিনতে ওয়াহাব আসাদিয়া) বলেছেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি... হাদীসের বাকি অংশ সাঈদ ইবনে আবু আইয়ুব বর্ণিত 'আযল' ও 'গীলা' সম্পর্কিত হাদীসের অনুরূপ। তবে এ সূত্রে 'গীলা' শব্দের স্থলে 'গিয়াল' উল্লেখ আছে।

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ

أَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ «وَاللَّفْظُ لِأَبْنِ بُمَيْرٍ» قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْبِرِيُّ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَعَزُّ عَنْ أَمْرَاتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْفَقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَقَالَ زُهَيْرُ بْنُ رُوَيْتِهِ إِنَّ كَانَ لِنَاسٍ لَنَاسٍ فَلَا مَضَارَّ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ

৩৪৩১। সাঈদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি সহবাসকালে 'আযল' করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কেন এরূপ কর? লোকটি বললো, আমার স্ত্রীর সন্তানের ক্ষতির আশংকায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা ক্ষতিকর হলে পারসিক ও রোমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। যুহাইরের বর্ণনায় আছে : তাই যদি হতো তাহলে পারস্যবাসী ও রোমানদের ক্ষতি হয়নি কেন?